প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক :

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীরতিকান্ত ঘোষ

দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু
পরম স্নেহাস্পদেষু

—প্রথম রজনীর শিল্পীবৃন্দ—

॥ হরিমোহন — সুশীল রায় ॥
॥ শিবদাস — তারাপদ ভট্টাচার্য ॥
॥ নেপাল — পিকলু নিয়োগী ॥
॥ কার্তিক — দেবোত্তম চক্রবর্তী ॥
॥ চঞ্চল — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
॥ মিঃ ঘোষ — প্রণতঃ ঘোষ ॥
॥ কাবুলিওয়ালা — গোবিন্দ চক্রবর্তী ॥
॥ যতীন — দীপক দত্ত ॥
॥ বাড়িওয়ালা — বিমল মিত্র ॥
॥ মধু — মিলন রায়চৌধুরী
॥ কুলি — বিষ্ণু চক্রবর্তী পরে প্রদীপ পাল ॥
॥ নাহু — মাঃ মানস ॥
॥ রিনি — মিতা ॥
॥ মনোরমা — তপতী মণ্ডল ॥
॥ তরলা — মঞ্জু ব্রহ্মচারী ॥
॥ প্রমীলা — বেলা রায় ॥
॥ যশোদা — কৃষ্ণা রায় ॥

—কলাকুশলীবৃন্দ—

॥ পরিচালনা	—	পিকলু নিয়োগী ॥
॥ মঞ্চ পরিকল্পনা	—	তরুণ রায় ॥
॥ সঙ্গীত	—	তরুণ প্রসাদ ॥
॥ আলোক	—	শ্যামসুন্দর ॥
॥ মঞ্চাধ্যক্ষ	—	দীপক দত্ত ॥
॥ রূপসজ্জা	—	দীপান্বিতা রায় ॥

ওরা থাকে ওধারে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যবনিকা উঠলে পাশাপাশি দুটি ঘর দেখা যায়। দুটি ঘর যেন দুটি আলাদা ফ্ল্যাটের। ইচ্ছামত এদিকে ওদিকে নড়ানো যায় এমন একটি সামনের দেয়াল বোঝাবার পার্টিশন বা অভাবে পর্দা আপাতত দুটি ঘরের মাঝখানে দাঁড় করানো বা টাঙানো রয়েছে। দুটি ঘরের ডান দিকে ও বাঁদিকে খানিকটা করে ফাঁক তাতে দেখা যাচ্ছে। ঘর দুটির সামনে মঞ্চের খানিকটা জায়গা এজমালি ল্যাণ্ডিং হিসাবে খোলা। দুপাশের দুটি ফ্ল্যাটে দুজন ভাড়াটে থাকেন। দর্শকের ডান দিকের ফ্ল্যাটে ধরা যাক হরিমোহনবাবু থাকেন সপরিবারে। পরিবার বলতে তিনি তাঁর স্ত্রী মনোরমা ও দুটি ছেলেমেয়ে চঞ্চল ও রিনি। রিনি ফ্রক পরা বছর আট দশেকের মেয়ে। চঞ্চল কলেজে বি. এ. পরীক্ষার জন্ত তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁর বাড়িতে গ্রাম সম্পর্কের এক ভাগনে আসা যাওয়া করে। নাম কার্তিক। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন শিবদাসবাবু তাঁর স্ত্রী তরলা, নয় দশ বছরের ছেলে নান্টু, শ্যালক নেপাল ও বাপ-মা মরা আদরের ভাগিনেয়ী প্রমীলা। শিবদাস ও হরিমোহনবাবুর বাড়ির লোকের কথাবার্তাতেই বোঝা যায় যে শিবদাসবাবুদের আদি বসতি পদ্মাপারে ও হরিমোহনবাবুরা খাস কলকাতার লোক।

পর্দা ওঠবার পর প্রথম মানুষজন কাউকে মঞ্চে দেখা যায় না। দুদিকের ফাঁক থেকে মঞ্চের সামনে একটা ভাঙা ছাতা ও একটা কুলো এসে পড়ে।

বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে শিবদাসবাবুর নেপথ্য-কণ্ঠ শোনা যায়।

—আমাগো কি ফালাইল ন্যাপাল ?

ন্যাপাল অর্থাৎ নেপালের নেপথ্যে কণ্ঠ শোনা যায়—

—আমাগো কুলা ফালাইয়া দিয়া গেল জামাইবাবু—

ডান দিকের বাড়ি থেকে কাতিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবার—

—ছাতাটা ফেলবার সময় মনে ছিল না।

এবার দুদিক থেকে নেপাল ও কাতিক বেরিয়ে আসে। পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে কাতিক ছাতাটা আর নেপাল কুলোটা তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে যায়।

ইতিমধ্যে শিবদাস ও হরিমোহনও যে যার ঘরের পাশে এসে দাঁড়ান। দুজনেই নীরব।

শিবদাস ঘরের ভেতর থেকে একটা করে জিনিস নেপালের হাতে এগিয়ে দেন, নেপাল সেগুলো ঘৃণা ভরে মঞ্চের ওপর ফেলে যায়। হরিমোহনবাবুও তাঁর দিক থেকে কাতিককে ওই ভাবে যোগান দেন।

নীরব অভিনয় সরব হয়ে ওঠে নেপাল একটা ঢাকনা দেওয়া সেলাইএর কল নিয়ে এসে রাখতে যাবার সময়। হরিমোহনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়া মেজাজে বলেন—

হরিমোহন। একটু সামলে হে ছোকরা, একটু সামলে। এ তোমাদের ডালাকুলো নয় ? বিলেতী সেলাইয়ের কল !

নেপাল। (হরিমোহনবাবুকে গ্রাহ্য না করে শিবদাসের দিকে ফিরে) এই কল দিয়া যাইত্যাছি। দেইখা লইতে কন জামাইবাবু, গোটা কল ফিরৎ পাইছে, কিনা। ভারী একটা ভাঙ্গা কল তাই লইয়্যা ফুটানি মারে!

কার্তিক। (রুখে উঠে) মারেই ত ফুটানি। কল আছে, তাই ফুটানি মারে। ভাঙা কল! ওই ভাঙা কল ধার নেবার সময় মনে ছিল না। লজ্জাও করে না।

নেপাল। বুইঝা শুইঝা কথা কইএন মশাই। লজ্জা পামু আমরা? কল দিছিলেন কি অম্‌নি? জামাটা, পিরানটা বালিশের উয়ারটা মিনি মাগনা সিলাই নইলে অইত কেমনে? কল ধার দিছেন না দরজীর খরচ বাঁচাইছেন?

শিবদাস। আঃ চুপ কর না নেপাল। কলটা ফিরৎ দিছ ব্যস্! কাম চুইক্যা গেছে! এসব কথা কওনের কি দরকার!

নেপাল। ক্যান, কথা কমুনা ক্যান। একশবার কমু। কলের খোঁটা দিয়া কথা কয়, আর তার জবাব দিমু না?

[কলটা একটু হেলায় ফেলায় রেখে দেয়]

হরিমোহন। (এগিয়ে এসে) আস্তে ছোকরা। একটু আস্তে —জিনিসটা ভাঙলে তোমায় বিক্রি করেও দাম উঠবে না।

নেপাল। কি কইলেন?

হরিমোহন। দামী কথা আমি দু'বার বলি না। (কার্তিককে) কলটা ঘরে নিয়ে যাও। (নেপালকে) এসব জিনিস কখনো দেখেছো যে মর্ম বুঝবে।

শিবদাস। দেখেন হরিমোহনবাবু! এতক্ষণ কোন কথা কই নাই—

হরিমোহন। তা বলবেন কেন? এমন সম্বন্ধী থাকতে আপনার কথা কইবার দরকার কি!

শিবদাস। আপনে এই কথা কইলেন! আপনে! আপনারে একটা বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক ভাবতাম।

হরিমোহন। শুনে আমি বাধিত।

শিবদাস। ওঃ আপনে ঝগড়া করতেই চান তা অইলে।

হরিমোহন। আর আপনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনছিলেন বোধহয়।

মনোরমা। (বেরিয়ে এসে) আচ্ছা কি করছ বলত?

হরিমোহন। করিনি কিছু এখনো, শুধু দেখছি।

শিবদাস। (গরম মেজাজে) কি করবেনটা কি?

নেপাল। (সেই সুরে) হ্যাঁ কি করবেন করেন না।

কার্তিক। কি করব দেখতে চাও!

নেপাল। হ্যাঁ দেখিনা!

তরলা। (বেরিয়ে এসে শিবদাসকে) করতে আছ কি?

মনোরমা। হ্যাঁ, কি হচ্ছে তোমাদের?

তরলা। কল ফেরত দিয়া দিছি—ব্যস্ চুইকা গেছে।

শিবদাস। হ, তাই। আর কোন সম্পর্কের দরকার নাই।

হরিমোহন। হ্যাঁ, নেই আমাদেরও নেই।

শিবদাস। ব্যস এই খতম!

হরিমোহন। এই শেষ।

[প্রস্থান]

তরলা। ছিঃ, কি কাণ্ড করলা কওতো তোমরা ?

নেপাল। করুম না! আমাগো অপমান কইরা যাইব আর চুপ কইরা থাকুম। আবার কল দেখায়।

শিবদাস। ব্যাঙ্কের year closing বইল্যা একটা দিন উপরি ছুটি পাইলাম। তাও মাটি হইয়া গেল।

তরলা। নিজেরা মাটি করলা আর দোষ দিবা কারে!

নেপাল। ইস্ত্রিটা কিন্তু অগো ঐখানে আছে।

শিবদাস। ঐখানে ক্যান ?

তরলা। কেন জানি না। অগো ঐখানেই তো ইস্ত্রির প্লাগ, তোমাগো সে প্লাগ আছে ?

নেপাল। না থাউক। ইস্ত্রি ঐখানে রাখুম না।

তরলা। নেপাল!

নেপাল। ক্ষমা নাই গো দিদি ক্ষমা নাই। রাগলে আমি পাষাণ।

[শিবদাস ও তরলার প্রস্থান]

[নেপাল হরিমোহনের বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখে হরিমোহনের চাকর ইস্তিরী করছে। নেপাল কোন দিকে না তাকিয়ে প্লাগ থেকে ইস্ত্রি খুলে নিয়ে এসে মঞ্চে ফেলে রুমাল বার করে]

[মধু ও মনোরমা বেরিয়ে আসে]

মনোরমা। কি হল ?

মধু। ইস্ত্রিটা নিয়ে গেল।

কার্তিক। আচ্ছা এর জবাব আমি দিচ্ছি। আচ্ছা মামীমা তোমাদের রেশন্ ব্যাগটা ওদের কাছে আছেনা ?

মনোরমা। কার্তিক। কার্তিক। শোনো।

[কার্তিক শিবদাসের বাড়ির ভেতর ঢুকে ব্যাগটা খুঁজতে থাকে। এক কোণ থেকে ঝুলন্ত ব্যাগটা নামিয়ে তার ভেতরকার জিনিস মাটিতে ফেলে রেখে হন্‌হন্ করে চলে আসে]

নেপাল। (সত্ত সত্ত শোধ নেবার কিছু খুঁজে না পেয়ে রাগে গরগর করে) আইচ্ছা, দেইখা লমু—

[রিনি এবং নান্টু একসঙ্গে স্কুল থেকে থেকে ফেরে। দুজন একসঙ্গে হরিমোহনের বাড়ির কাছে আসতেই নেপাল এসে নান্টুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যায়। রিনি প্রথমটা অবাক হয় তারপর নান্টুর পেছন পেছন শিবদাসের বাড়ির কাছে আসে। পেছন থেকে কার্তিক এসে রিনির হাত ধরে টানতে থাকে।]

রিনি। বারে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন ? আমার যে নান্টুদার কাছে দরকার আছে।

কার্তিক। না কোন দরকার নেই। ইস্কুল থেকে বাড়ি আসতে না আসতেই নান্টুদার সঙ্গে দরকার। ও বাড়ি আর যেতেই পাবে না।

রিনি। কেন পাব না ? কি করেছি আমি।

কার্তিক। অত কথা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না। ও বাড়ি তুমি আর যেতে পাবে না ব্যস্।

রিনি। বেশ নান্নুদাকে তাহলে এ বাড়িতে ডাকছি। আমি না গেলেই তো হল।

[মনোরমার প্রবেশ]

কার্তিক। শুনলেন মামীমা, রিনির কথা। কি করে ওকে বোঝাই বলুন তো!

মনোরমা। (সমস্ত ব্যাপারটায় বিরক্ত হয়ে) বোঝাবার দরকারই বা কি কার্তিক। যাও রিনি, মুখ হাত ধুয়ে স্কুলের জামা কাপড় ছাড়ো গে যাও।

[রিনি চলে যায় পেছন পেছন মনোরমা এবং কার্তিক ও বাড়ির ভেতর ঢোকে। একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে নান্নু বাইরে এসে দাঁড়ায়। রিনিদের বাড়ির দিকে দু'একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়ে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার করে বাজায়। রিনিদের বাড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ আসে অস্ফুট বাঁশীর। নান্নু অপেক্ষা করে। একটু পরে পা টিপে টিপে রিনি বার হয়]

রিনি। (চাপা গলায়) নান্নুদা! আমাকে তোমাদের বাড়ি যেতে দেবে না।

নান্নু। আমাকেও না। দাঁড়া টেলিফোন করছি।

রিনি। তাহলে শীগগির টেলিফোন করো কেউ এসে পড়বে।

নান্নু। কেউ এখন নেই—আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি তুই ধরবি।

[নান্নু পকেট থেকে সুতো বার করে। টুকরো ইটবাঁধা দিকটা

রিনিদের ঘরের দিকে ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় নেপাল পেছনে এসে দাঁড়ায়। রিনি বাঁশিতে বিপদ সংকেত জানিয়ে পালিয়ে যায়।

নান্টু পেছন ফিরতেই নেপাল সামনা-সামনি পড়ে যায়।]

নেপাল। কি কইছিলাম তরে? কি কইছিলাম?

নান্টু। বা রে আমি ত ওদের ঢিল মারছিলাম।

নেপাল। ঢিল মারছিলা! তোরে ঢিলাইতে আমি কইছি?

নান্টু। ওদের সাথে তো আমাদের ঝগড়া। ঢিল মারবোনা কেন?

নেপাল। না মারবা না। ঢিলও মারতে হইব না, ওদের বাড়িতেও যাইতে হইব না। কি মনে থাকবো? কি থাকবো মনে?

নান্টু। কেমন করে থাকবে। খানিক বাদেইত বলবে যা'ত নান্টু ওদের খবরের কাগজটা নিয়ে আয় ত। তখন আমি পারুম না।

নেপাল। তর পারতে হইব না। তুই অগো বাড়ি যাইবি না, অগো সাথে কথাও কবি না। ব্যস্।

নান্টু। আমার ওপর ত খুব হুকুম হচ্ছে। কিন্তু দিদির বেলা কি হবে? দিদিকে চঞ্চলদা যখন পড়াতে আসবে, তখন কি করবে?

নেপাল। (ধমকে উঠে) সে খবরে তর কি দরকার রে পোলা? যা বাড়ির ভিতর।

[নান্টু ও নেপাল বাড়ির ভেতর চলে যায়। বাইরে থেকে প্রমীলা ও চঞ্চল গল্প করতে করতে আসে]

প্রমীলা। আজ কি হয়েছে জানেন ?

চঞ্চল। কি হয়েছে ? পরীক্ষায় ফেল করেছ ত ?

প্রমীলা। আহা ফেল করব কেন ? শুনুন না, আজ যা মজা হয়েছে। আজ কাকে দেখেছি জানেন ?

চঞ্চল। প্রিন্স অফ ওয়েলস্ না শাহ অফ পারসিয়া।

প্রমীলা। আরে না, শচীন রায়, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের বাসের সামনেই গাড়ির টায়ারটা ফেটে গিয়ে সে কি নাকাল।

চঞ্চল। কে শচীন রায়—ট্যাক্সি ড্রাইভার !

প্রমীলা। (রেগে উঠে) ট্যাক্সি ড্রাইভার ! শচীন রায় ট্যাক্সি ড্রাইভার।

চঞ্চল। (সকৌতুকে) আহা রাগ করছ কেন ? গাড়ির টায়ার ফেটে গেল বললে কিনা—তাই ভাবলাম হয়ত তার ট্যাক্সি হবে।

প্রমীলা। ট্যাক্সি হবে কেন ? তার নিজের গাড়ি।

চঞ্চল। বটে নিজের গাড়ি। কিন্তু নিজে তিনি কে ?

প্রমীলা। (ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত) কে আপনি জানেন না ! শচীন রায়কে আপনি জানেন না !

চঞ্চল। (ঠাট্টার সুরে) আমার এই পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতার জন্য আমি লজ্জিত। এমন মহাজন ব্যক্তির নাম কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। তা আমার অজ্ঞতার অন্ধকারটা দয়া করে দূর করে দাও।

প্রমীলা। আপনি যতই ঠাট্টা করুন, শচীন রায়ের নাম না জানাটা সত্যিই লজ্জার। এখনকার অতবড় সিনেমা অ্যাক্টরের নাম আপনি জানেন না!

চঞ্চল। এখন সত্যিই হার স্বীকার করছি। কিন্তু এই শচীন রায়কে তুমি স্বচক্ষে দেখলে আবার টায়ার ফাটা অবস্থায়।

প্রমীলা। আমাদের বাসটা এলাকে তোলবার জন্যে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় আমাদের বাসের সামনে এসেই ফটাস্—(হাসতে থাকে)

[নেপাল গম্ভীরভাবে প্রবেশ করে]

নেপাল। মিলু ভিতরে আয়।

মিলু। (গ্রাহ্য না করে) যাচ্ছি! (চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে) তারপর কি হল জানেন?

চঞ্চল। তার ত টায়ার ফটাস, তোমাদেরও বুকগুলো ধড়াস্ ধড়াস্।

মিলু। আহা! যা তা বলবেন না।

নেপাল। (আদেশের সুরে) মিলু!

মিলু। (নেপালের আদেশকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে) যাচ্ছি। (চঞ্চলকে) গাড়ি ত কোনোরকমে ফুটপাতের ধারে রাখল —তারপর—

নেপাল। (কড়া গলায়) কি কইতে আছি শোনস্ না?

মিলু। (অধৈর্যের সঙ্গে) শুনছি তো, কি হইছেটা কি?

নেপাল। যা হইছে, তা ভিতরে আইয়া শুনলেই পারস্।

চঞ্চল। (হেসে) যাও, ভেতরে যাও। বুঝতে পারছ না কি হয়েছে।

মিলু। বুঝেছি, বুঝেছি।

নেপাল। বুঝলে খাড়াইয়া আছস্ ক্যান?

চঞ্চল। আপনিই বা চুপ করে আছেন কেন নেপালবাবু। হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিন।

নেপাল। (অবজ্ঞার সুরে) আমি তোমার লগে কথা কই নাই।

কার্তিক। (বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে) কার সঙ্গে কথা কইছ, চঞ্চল। যেমন রসিকতা জ্ঞান তেমনি ভদ্রতা!

নেপাল। (জ্বলে ওঠে) ভদ্রতা! দেখেন মশায়, আমাগো ভদ্রতা শিখাইবেন না। আপনাগো ভদ্রতা সব জানা আছে।

[ইতিমধ্যে হরিমোহন বেরিয়ে এসে কার্তিকের পাশে দাঁড়ান।]

হরিমোহন। জানা আছে? কথা না বলে আর পারলাম না নেপালবাবু। ভদ্রতা কাকে বলে জানা থাকলে, গায়ে পড়ে এই মেছোহাটার ঝগড়া করতেন না।

[শিবদাসও বাড়ির ভেতর থেকে প্রবেশ করে নেপালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ইতিমধ্যে]

শিবদাস। আপনারেও কই হরিমোহনবাবু এ মেছোহাটায় আপনে কি বইল্যা লাগতে আইলেন।

হরিমোহন। লাগতে এলাম, মেছোহাটার গোল আর সহ্য হচ্ছে না বলে। কি দরকার মশাই এত কচকচির। আপনার ভাগনীকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান। ব্যস্। সব সম্পর্ক শেষ।

শিবদাস। বেশ তাই শ্যাষ, কিন্তু আপনারেও কয়্যা দিই, আপনার পোলারে সাবধান কইর‍্যা দিবেন। আমাগো সাথে ইনাইয়া বিনাইয়া ভাব করতে যেন না আসে।

হরিমোহন। সাবধান করব কেন। এরপরও হতভাগা যদি কোনদিন আপনাদের চৌকাট মাড়ায় তাহলে ওর ঠ্যাং দুটো আমি নিজে হাতে ভেঙে দেব। চল! চঞ্চল যাও ভেতরে যাও। আমার কথা শুনতে পেয়েছ বোধ হয়।

[চঞ্চল হাসি চেপে ভেতরে চলে যায়। হরিমোহন শিবদাসের দিকে তাকিয়ে চলে যান। শিবদাস প্রমীলার হাতধরে টেনে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকেন। কার্তিক চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে যায়, নেপালও আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসে। দুজনে দুজনের দিকে যে ভাবে চায় তাতে মনে হয় এখুনি বুঝি হাতাহাতি হয়। কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। কার্তিক অবজ্ঞাসূচক নাসিকাধ্বনি ক'রে চলে যায়, সশব্দে দরজা ভেজিয়ে।]

নেপাল। ওঃ! দরজাটার উপর রাগ ফলায়!

কার্তিক। (দরজা খুলে বেরিয়ে) কি বললেন!

নেপাল। কমু আবার কি? দরজাটা বাড়িওয়ালার তাই কইতে আছি।

কার্তিক। সেটা বাড়িওয়ালাই ভাল বুঝবে।

[কার্তিক আগের মত দরজা বন্ধ করে দেয়। নেপাল বাইরের দিকে চলে যায়। তরলা ও শিবদাস বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।]

তরলা। বলি ঝগড়া করলেই চলব? ইষ্টিশনে যাইতে হইব, সে খেয়াল আছে? পাঁচটা তো বাজে।

শিবদাস। বাজে না কি! আরে আমি ত তৈরী, চল চল।

তরলা। নান্টু আর মিলুরে তা অইলে রাইখা যাই।

শিবদাস। না না কেউরে রাইখ্যা যাইতে অইব না।

তরলা। রাইখ্যা যাইবা না? ওদের লগে ত ঝগড়া বাধাইছ, অখন ঘর দুয়ার সামলাইব কেডা!

শিবদাস। কেউরে সামলাইতে অইব না। দরজায় তালা দিয়া যামু। বড় তালাটা দাও দেখি।

[তরলা, শিবদাস, বাড়ির ভেতর ঢুকে যান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। যন্ত্র-সঙ্গীত শোনা যায় কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বলতেই দেখা যায় শিবদাসের বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। যশোদা কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হরিমোহনের বাড়ির কড়া নাড়ছে।

যশোদা। এই বাড়ি ঠিক ত'রে?

কুলি। হাঁ মাইজি। এই বাড়ি ঠিক আছে।

[একটু পরে মধু দরজা খুলে দেয়]

যশোদা। তোমার নাম কি বাছা?

চাকর। আজ্ঞে আমার নাম মধু। কিন্তু।—

যশোদা। মধু; আইচ্ছা যাওত মধু তোমার মারে, বাবুরে, কও গিয়া আমি আইছি।

মধু। আজ্ঞে (মধু হতভম্ব হয় এবং ইতস্তত করতে থাকে)

যশোদা। তবু খাড়াইয়া আছো। কইলকাতার চাকর বাকর গুলা বলদা নাকি ; (কুলিকে পয়সা দিয়ে) এই নাও গা।

কুলি। এৎনা কম মাইজি।

যশোদা। কম না কম না—ঠিকই দিছি। আমাগো নারায়ণগঞ্জ অইলে আরো কম দিতাম। কইলকাতায় আইছি বইল্যা ঠকাইয়া লইবা। তা অইব না, যাও।

[কুলি বিষণ্ণ মনে ফিরে যায়। যশোদা মধুকে দাঁড়ানো দেখে রেগে যায়]

যশোদা। (মধুকে ভর্ৎসনা করে) অখনো তুমি খাড়াইয়া আছ! এইট্যা কালা না বোবা রে? শুইনতে পাও না কি কইত্যাছি?

মধু। আজ্ঞে কি বলব?

যশোদা। কি কইবা! আইচ্ছা আহম্মক চাকর ত। শিবুরে কইয়া—আইজই তোমারে ছাড়াইয়া দিতে পারি জান।

[কার্তিক ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

কার্তিক। কি হয়েছে, কি মধু! (যশোদাকে) আপনি! আপনি কোথা থেকে আসছেন?

যশোদা। আইছি নারায়ণগঞ্জ থিক্যা! তা কয়বার কইতে

হইব বাবু। বাড়ির হগ্‌গলে গেল কই। আস্থম জাইনাও .বাইর হইছে বুঝি। তা তোমারে তো চিনতে পারলাম না বাবু—।

কার্তিক। চিনবেন কি করে। নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে আমার ত কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আপনি ভুল করেছেন।

যশোদা। তোমার লগে কথা কওয়াই আমার ভুল, তুমি যাও দেখি। যা করনের আমি নিজেই করুম। (মধুকে) ঐ বলদ, হা কইরা না খাড়াইয়া থাইক্যা মোটগুলা লইয়া ভিতরে যাও। আর তোমাগো কল ঘরটা দেখাইয়া দাও ? র‍্যালে চড়ন ত নরকবাস। নাইয়া ধুইয়া শুদ্ধ না হইলে—

[ইতিমধ্যে মনোরমা আর হরিমোহন বাইরে এসে উপস্থিত হয়

যশোদা। (অবাক হয়ে) ওমা এই বাড়ি তা হইলে—

কার্তিক। হ্যাঁ, সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম, আপনি ভুল করেছেন।

যশোদা। (হেসে) ভুল আমি করি নাই বাপু, ভুল করি নাই। তোমরা এই ধারেই থাক ত। তোমাগো আমি চিনি।

কার্তিক। আমাদের চেনেন ?

যশোদা। তা আর চিনুমনা। চোখেই শুধু দেখি নাই, না হইলে কি—না জানি তোমাগো।

কার্তিক। কিন্তু আমরা আপনাকে চিনি না, কিছুই জানিনা আপনার—

হরিমোহন। আঃ কার্তিক তুমি একটু থাম ত!

যশোদা। ঠিক কইছ। পোলাডার কথাবার্তা যেন কেমন। কয় কি না ভুল করছি।

হরিমোহন। ভুলই করুন আর ঠিকই করুন, এসেছেন যখন তখন কোন অসুবিধা আপনার হবে না।

যশোদা। সে আর আমারে কইতে লাগব না। তোমাগো কথা শুনতে ত আমার কিছু বাকি নাই। এই ত আইবার আগের দিনই কত খবর। ফি চিঠিতে অর্ধেকইত তোমাগো কথা। অ আমার শিবদাসও যা তোমরাও তাই।

মনোরমা। আপনি তাহলে শিববাবুর বাড়িতেই এসেছেন। ওঁর দিদির আসবার কথা ছিল শুনেছিলাম।

যশোদা। আমিই সেই দিদি গো, আমিই সেই যশোদিদি। অগো যেমন দিদি তেমন তোমাগোও। তোমার নাম মনোরমা না?

হরিমোহন। আচ্ছা আপনি ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছেন, স্নানটান সেরে একটু জলটল খান।

যশোদা। সে আর কইতে অইব না (কার্তিককে) ডাক-বাক্সের মত হাঁ কইর‍্যা ছাখত্যাছ কি? বাকি মালগুলান হাতে কইর‍্যা লইয়া যাইতে পার না। (কার্তিক অনিচ্ছা-সত্ত্বে মাল নিয়ে যেতে থাকে) একটু সাবধানে লইও বাছা,

ভেতরে অমির্তি আছে—(কার্তিক কটমট করে তাকায়। যশোদা হেসে বলে) নারায়ণগঞ্জের আমির্তি আর আগের মত নাই। তবু কইলকাতার থিক্যা ভাল। যাও রাইখ্যা আসো গিয়া।

[কার্তিক চলে যায়। রিনি এসে ঢোকে]

হরিমোহন। আপনি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে নিন। ওরা ততক্ষণ এসে যাবে।

যশোদা। আসুক না আসুক, আমার ভাবনা নাই। অগো যখন হুঁশ নাই তখন এ বাড়িতেই থাকুম।

রিনি। বারে, সে কি করে হবে। ওদের সঙ্গে আমাদের ত ঝগড়া।

মনোরমা। আঃ রিনি, কি যা তা বলছ।

যশোদা। ওরে দুষ্টু মাইয়া আমার লগে ঠাট্টা।

রিনি। বারে ঠাট্টা করব কেন।

মনোরমা। আচ্ছা তুমি থামত। আসুন দিদি আপনাকে কলঘর দেখিয়ে দি।

[হরি, মনোরমা, যশোদা বাড়ির ভেতর চলে যায়। শিবদাসের বাড়ির ভেতর থেকে কথাবার্তা ভেসে আসে]

রিনি। ওই ওরা এসেছে বোধহয় (রিনি এগিয়ে যায়)

কার্তিক। (দরজার কাছ থেকে) রিনি তোমায় যেতে হবে না।

[নেপথ্যে শিবদাসের গলা শোনা যায়]

শিবদাস। তা আমি কি করুম কও। রোজইত গাড়ি লেট হয়। আজকেই একেবারে—

[বাইরের জানলা দরজা খুলে দেয়। রিনি তরলাকে ডাকে 'মাসিমা'। তরলা নেপাল এক সঙ্গে বেরিয়ে আসে]

রিনি। জানো মাসিমা, আমাদের বাড়ি কে এসেছে।

[শিবদাসের প্রবেশ]

নেপাল। কে আইছে, অ বুঝছি। দেখছেন, অগো বাড়ি লইয়া গেছে।

[নান্টু বাইরে আসে]

রিনি। নান্টুদা দেখবে এসো কে এসেছে—

[নান্টু যেতে থাকে, নেপাল বাধা দেয়]

নেপাল। না, র তুই।

শিবদাস। হ্যাঁ, চল নেপাল।

[শিবদাস এবং নেপাল উত্তেজিত হয়ে হরিমোহনের বাড়ির কড়া নাড়ে। যশোদা দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। নান্টু এবং রিনি পা টিপে হেঁটে বাইরের দিকে চলে যায়।]

যশোদা। তগো আক্কেলটা কি ক তো—

নেপাল। আসেন আপনি। এইটা আমাগো ঘর না।

শিবদাস। তুমি না জাইন্যা শুইন্যা এইখানে আইস্যা ঢুকল্যা ক্যান? ইষ্টিশনে একটু অপেক্ষা করলেই পারতা।

নেপাল। তা হইলে ত কোন গণ্ডগোলই অইত না।

শিবদাস। কই তোমার জিনিসপত্র ?

যশোদা। আরে বাবা তোরা যে ঘোরায় জিন দিয়া আইছস্। র, আমি ছানটান কইর‍্যা লই।

শিবদাস। ছানটান এইখানে হইব না।

নেপাল। আমাগো বাড়িতে কি জল নাই যে আদারে বাদারে ছান করন লাগব।

শিবদাস। চল তুমি।

[পেছনে হরিমোহন এসে দাঁড়ায়]

হরিমোহন। হ্যাঁ, হ্যাঁ নিয়ে যান। তবে অত বাজে চেঁচামেচি না করলেও পারতেন।

কার্তিক। আপনার দিদিকে ধরে বেঁধে ঘরে এনে ঢোকাইনি আমরা। বিপদে পড়েছিলেন তাই দয়া করে জায়গা দিয়েছিলাম।

নেপাল। দয়া করছেন। কে কইছিল আপনাগো দয়া কইরতে !

হরিমোহন। বাঃ চমৎকার। খাতির করে জায়গা দেওয়াই আমাদের অন্যায় হয়েছে।

কার্তিক। বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াই উচিত ছিল। আমি তাই দিতেই যাচ্ছিলাম।

[কার্তিক সবাইকে পাশ কাটিয়ে সজোরে হেঁটে বাইরে চলে যায়]

শিবদাস। শুনলেন হরিমোহনবাবু, কথা শুনলেন আপনের

ভাগনের। উনি বাইর কইর‍্যা দিতাছিলেন আমার দিদিরে। এত বড় আস্পর্ধা!

নেপাল। হইব না আস্পর্ধা। যেমন ফুঁ তেমনি ত পোঁ বাজে।

হরিমোহন। হ্যাঁ, তাই বেজেছে। আমিই আপনার দিদিকে বার করে দিতে বলেছি। হ'ল ত।

শিবদাস। হ্যাঁ হইল। চিনলাম আপনেরে, ভালো কইর‍্যা বুঝলাম ঘটিগো দস্তুরই এই।

হরিমোহন। ওঃ ঘটিদের এই দস্তুর আপনি বুঝেছেন। আপনাদের বাঙালদেরও আমার জানতে বাকি নেই।

শিবদাস। ও বাকি নাই!

যশোদা। আচ্ছা আমি খাড়াইয়্যাই থাকুম না নিয়া যাবি আমারে।

শিবদাস। (উত্তেজিতভাবে গলা চড়িয়ে) খাড়াও তুমি। আইজ একটা হেস্তনেস্ত না কইর‍্যা যামু না। কয় কিনা বাঙ্গালদের জানতে বাকি নাই। বাঙ্গাল আপনার কি ক্ষতিটা করছে মশয়?

হরিমোহন। (সমান তালে) আর আপনিও ঘটিদের কি দস্তুরটা জেনেছেন, শুনি।

নেপাল। ঘটি গো কথা আর কইবেন না।

[কার্তিক বাইরে থেকে রিনিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। রিনির কান্নায় সকলের দৃষ্টি সে দিকে যায়।]

কার্তিক। দেখুন ছোটমামা ঢিল মেরে মাথাটা কি রকম ফাটিয়েছে, দেখুন একবার।

সকলে। কোথায় ফাটল। কেডা ফাটাইল কে?

কার্তিক। কে আবার! ওদের গুণধর ছেলে নান্নু।

নেপাল। নান্নু ফাটাইছে!

শিবদাস। নান্নু ঢেলা মারছে!

কার্তিক। দেখতেই তো পাচ্ছেন মেরেছে কিনা!

হরিমোহন। কি করেছিলি তুই—কেন নান্নু তোকে ঢিল মারল?

কার্তিক। কেন আর যেমন শিক্ষা!

শিবদাস। বুইঝা শুইঝা কথা কইবেন মশায়! আমি পোলারে ঢেলা মারতে শিখাইছি? আইচ্ছা আমি দেখতাছি হতভাগা গেল কই। তার পিঠের চামড়া আমি তুইল্যা নিমুনা।

[শিবদাসের কথার মধ্যে দেখা যায় নান্নু মাথায় একটা চুবড়ি বা অন্য কিছু ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়]

যশোদা। তার আগে মাইয়াডার কপালে এট্টু টিংচার আইডিন লাগাইলে হইত না।

[শিবদাস এবং নেপাল "আইডিন—আইডিন টিঞ্চার" বলতে বলতে বাড়ির ভেতরে চলে যায়]

হরিমোহন। আইডিনটা নিয়ে এস না আগে।

মনোরমা। শিশিটা পাচ্ছি না যে!

হরিমোহন। তা পাবে কেন! কাজের সময় কোন জিনিসটা পাওয়া যায়। যাও চঞ্চল শীগগীর কিনে নিয়ে এস এক-শিশি। বাড়িতে একশিশি টিংচার আইডিনও থাকে না। সবই বিলিয়ে দিতে হয়। কই চঞ্চল যাও।

[শিবদাস বাড়ির ভেতর থেকে এক শিশি আইডিন নিয়ে আসে; নেপালও সেখানে পেছন পেছন উপস্থিত হয়]

শিবদাস। (যশোদাকে) এ আইডিনে চলবো।

নেপাল। দেখেন আবার বাঙ্গাল গো আইডিনে কাজ হইব কিনা!

কার্তিক। থাক্, ও আইডিনে আমাদের দরকার নেই।

চঞ্চল। কেন কার্তিকদা! ও টিংচার আইডিনেরও এক গুণ।

হরিমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিংচার আইওডিন হলেই হল (মনোরমাকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন। ব্যাণ্ডেজ করবার একটা কিছু আনতে পার না।

নেপাল। এই আনছি আমি। (বাঁ পকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ বার করে দেয়)

শিবদাস। ব্যাণ্ডেজ আনছ, আর তুলা, তুলা কই?

নেপাল। হ তুলাও আনছি। এই নেন।

[ডান পকেট থেকে তুলা বার করে দেয়]

শিবদাস। হতভাগাটারে কোথাও ছাখতে পাইলাম না। কিন্তু যাইবো কই! তার ঢিল মারা আমি বার করুম না।

[হরিমোহন রিনির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে থাকে। তরলা নান্নুর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে]

তরলা। এই নাও ঢেলা মাইর‍্যা উনি খাটের তলায় গিয়া লুকাইয়া ছিলেন।

শিবদাস। পাজি বদমাশ কোথাকার! তুমি ঢেলা ছুইর‍্যা মাথা ফাটাইছ। (শিবদাস নান্নুকে মারতে থাকে)

চঞ্চল। ওর মাথাটাও ফাটাবার আগে, ঢিল ও সত্যি ছুঁড়েছে কিনা জেনে নিলে হত না?

কার্তিক। আমি নিজের চোখে দেখলাম ওকে ঢিল মারতে আবার জানবে কি?

শিবদাস। আমিও তাই কইত্যাছি (নান্নুকে চড় মারে)

রিনি। (জোরে কেঁদে ওঠে) না, নান্নুদা ঢিল মারে নি।

নেপাল। কি কয়, নান্নু ঢিলায় নাই?

রিনি। না।

নেপাল। কি মশয়, আপনি নিজের চোখে না দেখছেন।

কার্তিক। হ্যাঁ নিশ্চয় দেখেছি। এই মিথ্যেবাদী মেয়ে, ঢিল মারে নি তোকে নান্নু?

রিনি। না!

নান্নু। (কেঁদে) হ্যাঁ আমি মেরেছি।

নেপাল। মারছস তুই ঢিল?

নান্নু। হ্যাঁ—

যশোদা। (হেসে) নাও, এইবার বিচার কর। যার মাথা

ফাটল, সে কয়, না, আর যার শাস্তির ভয় সে কয়, হ। যা তোরা খেল গিয়া যা—

[রিনি ও নান্টু যেতে যেতে উভয়ে উভয়ের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে চলে যায়]

যশোদা। তোমাগো জ্বালায় আমার নাওন হইল না। ন্যাও চলো (যেতে উদ্যত হয়)

মনোরমা। দিদি, আপনি যে এখানে চান করবেন বললেন।

যশোদা। হ কইছিলাম ত। (শিবদাসের দিকে তাকিয়ে)

শিবদাস। আমি কি বারণ করছি!

মনোরমা। আসুন না দিদি, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

যশোদা। চল।

[যশোদা এবং মনোরমা বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। অন্যদিকে প্রমীলা বেরিয়ে আসে]

প্রমীলা। চায়ের জল ফুটে গেছে কি করব?

তরলা। শোন কথা! চায়ের জল ফুইটা গেলে কি করতে হইব তাও আমারে জিগাইতে হইব আইস্যা।

প্রমীলা। জানতে এলাম এখন চা করবো, না তোমাদের দেরি হবে যেতে।

হরিমোহন। মিলু-মার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন দিন দিন বাড়ছে। দেরি হলে চা বুঝি এখানে পাঠানো যায় না! কি শিবদাসবাবু?

শিবদাস। বাঃ শিবদাসবাবু আবার কেডা। আপনের হুকুমের উপর কার কথা।

[প্রমীলা এবং তরলা হেসে চলে যায়]

হরিমোহন। ওগো উনুন ধরেছে তোমাদের ?

মনোরমা। (নেপথ্য থেকে) ধরেছে গো ধরেছে। দুটো পাঁপর ভাজতে হবে'ত ? তাই ভাজতেই যাচ্ছি।

হরিমোহন। না বলতে মনের কথা তুমি কি করে বুঝে ফেল এই তোমার বাহাদুরী।

[শিবদাস ও হরিমোহন এক সঙ্গে হাসতে থাকে]

নেপাল। (বসে) এইখানে বইয়া চা না খাইলে জুইৎ হয় না।

[কার্তিক রাগে জলতে থাকে]

কার্তিক। আমি তাহলে এখন চলি ছোটমামা।

হরিমোহন। এখুনি যাবে। চা-টা খেয়ে যাওনা।

কার্তিক। না, হ্যারিংটন স্ট্রীটে এখুনি না গেলে নয়! বড় সাহেব আবার অস্থির হয়ে উঠবেন। আমি না থাকলে আর কেউত সামলাতে পারেনা।

হরিমোহন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে তুমি যাও। মেজাজটাও করেছেন বটে রাঙা মামা। বিশ বছর বিলেতে থেকে একেবারে খাস মিলিটারী মেজাজ।

নেপাল। তা বিলাইত অইতে উনি আইলেন ক্যান ? ঐখানে থাকলেই ত আদরে গোবরে থাকতে পারতেন।

হরিমোহন। তা যা বলেছেন। আর সেখানে ওঁকে বাঙালী বলে কেউ চিনতে পারত নাকি ? সাহেব ত সাহেব একেবারে পাক্কা সাহেব।

কার্তিক। তাহলে আপনি এই হপ্তায় একদিন আসছেন বলব ত ?

হরিমোহন। নিশ্চয় নিশ্চয়।

[নেপালের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে কার্তিক চলে যায়]

হরিমোহন। যাব যাব করেও যাই না কেন জানেন। গেলেই পেড়াপীড়ি করেন, এ বাসা তুলে ওখানে চলে যেতে। বিয়ে থা করেন নি একলা মানুষ, অভাব ত কিছুই নেই। শুধু মানুষ অভাবে অতবড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে! এক একখানা ঘর কি মশাই—এই আমাদের ক'খানা কামরা তার ভিতর ঢুকিয়েও জায়গা থাকবে।

নেপাল। না, অতবড় ঘর ভাল না। আমার ঘুমই আসে না শুইলে।

হরিমোহন। আসে আসে, সে রকম ঘর হলেই আসে, এয়ারকণ্ডিশনড্ রুম বুঝেছেন। গরমে দার্জিলিং, শীতে পুরী। চাবিটি টিপলেই হল। তা যে রকম পেড়াপীড়ি করছেন যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

[এক দিকের দরজা দিয়ে প্রমীলা চা নিয়ে আসে, অন্য দিকের দরজা দিয়ে মনোরমা পাঁপর নিয়ে আসে]

হরিমোহন। মুশকিল হবে ওঁকে নিয়ে—বাবুর্চি খানসামার শ্রীক্ষেত্র দেখলেই বোধহয় অন্নজল ত্যাগ করবেন।

মনোরমা। অন্নজল ত্যাগ করব কোন দুঃখে। আমি ও বাড়ি গেলে আগে ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করব।

হরিমোহন। তবেই হয়েছে, বড় সাহেবকে তোমার পুঁই চচ্চড়ি কড়াইয়ের ডাল খাইয়ে রাখবে নাকি!

মনোরমা। খেলে বর্তে যাবে। (মনোরমা বাড়ির ভেতর চলে যায়)

হরিমোহন। হ্যাঁ বর্তে যাবে। ডার্টি নেটিভ ডিসেস্ বলে তক্ষুনি কার্তিককে বিলেতের টিকিট কিনতে পাঠাবেন।

নেপাল। কার্তিকবাবুও সাহেব বুঝি?

হরিমোহন। আহা কার্তিক সাহেব হবে কেন?

নেপাল। কথাবার্তা যা কন' মনে হয় উনিই বুঝি ছোট-সাহেব।

হরিমোহন। হ্যাঁ, ছোট সাহেব। আরে ও গাঁ সম্পর্কে ভাইপো হয়। দেখাশুনা করে মাইনে নেয়, এই পর্যন্ত।

[মধু কয়েকটি ধোয়া জামা-কাপড় নিয়ে বাইরের দিকে যেতে থাকে]

হরিমোহন। ওসব আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।

মধু। আজ্ঞে ধোপাদের কাছে ইস্ত্রি করাতে।

হরিমোহন। ইস্ত্রি করাতে; (হঠাৎ মনে পড়ায়) আচ্ছা নিয়ে যাও।

শিবদাস। নিয়ে যা, কইয়াত দিলেন নিয়া যাও—তাইলে আমরাও এই উঠলাম। ওঠ নেপাল।

নেপাল। (পাঁপর হাতে নিয়ে দাঁড়ায়) হ, আমাগো যাওনই ভাল।

হরিমোহন। কেন কি হয়েছে কি ?

নেপাল। কি হইছে ? আপনি ইস্ত্রি করাইবেন লণ্ড্রিতে আর আমরা এখানে বইয়া চা খামু।

হরিমোহন। বেশ খাবেন না। আপনাদের ধরে-বেঁধে ত আমি চা খাওয়াতে পারব না। আমার অপরাধটা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না।

শিবদাস। অপরাধ আপনের কেন হইব। অপরাধ আমাগো। আপনের মতো বড় লোকের লগে আমরা গেছিলাম মেলা-মেশা করতে। চইল্যা আয় নেপাল।

[শিবদাস উঠে দাঁড়ায়]

হরিমোহন। আরে দাঁড়ান মশাই। আমার ঘরে দাঁড়িয়ে যা তা শুনিয়ে যাবেন, আর আমি সহ্য করব ভেবেছেন। আজ একটা হেস্তনেস্ত করা চাই।

যশোদা। (বেরিয়ে এসে) হেস্তনেস্ত আমি কইর‍্যা দিত্যাছি। আমি সব বড় বৌএর কাছে শুনছি। ওই বলদা যাও দেখি ওইবাড়ি থিক্যা ইস্ত্রিটা লইয়া আস দেখি।

চাকর। আজ্ঞে !

যশোদা। আজ্ঞে নয় অখনি লইয়া আস।

হরিমোহন। ও, এই কথা !

যশোদা ও নেপাল। হ্যাঁ এই কথা।

[মধু শিবদাসের বাড়ি যেতে থাকে]

হরিমোহন। (গলা চড়িয়ে) এই মধু দাঁড়া হন্ হন্ করে যাচ্ছিস যে বড়—

[মধু থেমে যায়]

শিবদাস ও নেপাল। তার মানে?

হরিমোহন। তার মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যা সেলাইয়ের কল আগে দিয়ে আয় ওখানে।

মধু। আজ্ঞে (মধু ঘুরে হরিমোহনের বাড়ি যেতে থাকে)

নেপাল। ও এই কথা?

হরিমোহন। হ্যাঁ এই কথা।

নেপাল। মধু খাড়া, আমাগো বাড়ি থিকা কুলা নিয়া আয় আগে।

মধু। আজ্ঞে।

[মধু শিবদাসের বাড়ি যেতে থাকে]

হরিমোহন। (গলা চড়িয়ে) মধু তার আগে র‍্যাশনের ব্যাগটা।

মধু। আজ্ঞে। (মধু ঘুরে হরিমোহনের বাড়ির দিকে যেতে থাকে)।

নেপাল। মধু।

শিব। মধু।

যশোদা। মধু।

হরিমোহন। মধু।

['মধু' 'মধু' বলতে বলতে পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রমীলা মনোযোগের সাথে একটি সিনেমা সাপ্তাহিক দেখছে। হঠাৎ পায়ের শব্দে সিনেমা সাপ্তাহিকটা খাতার নিচে লুকিয়ে খাতাটায় মন দেয়। চঞ্চল বাইরে থেকে এসে প্রমীলার পাশে দাঁড়ায়। প্রমীলা দেখতে পায় না]

চঞ্চল। এত মন দিয়ে পড়াশোনা ত বড় একটা দেখি না।

মিলু। দেখুন না, এই অঙ্কটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

[চঞ্চল সাপ্তাহিক সমেত খাতা টেনে নিয়ে দেখতে থাকে]

চঞ্চল। না বোঝবার কিছু ত দেখছি না, এ অঙ্ক সেদিনও দেখিয়ে দিয়েছি।

মিলু। আর একবার কষে দিন না।

[চঞ্চল অঙ্ক কষতে থাকে, প্রমীলা সাপ্তাহিকটা লক্ষ্য করে। চঞ্চল আড়চোখে দেখে।]

[বাড়ির ভেতর থেকে নেপাল এবং তরলা বেরিয়ে আসে]

নেপাল। কি হে চঞ্চল পড়াইতে আছ ত অনেকদিন। কিছু উন্নতি টুন্নতি দেখত্যাছ ?

[চঞ্চল প্রমীলার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়]

মিলু। আচ্ছা নেপাল মামা, আপনাকে কেউ এখানে খবর নিতে ডাকেনি। দেখছেন পড়ছি।

নেপাল। তা ত দেখতেই আছি, কিন্তু কিছু অইতে আছে

কিনা তাই জিগাই। কি চঞ্চল, কিছু অইব ওর পড়াশোনা ?

চঞ্চল। আজ্ঞে না।

নেপাল। এঁ্যা কও কি? অইব না কিছু? মিছামিছিই পড়তে আছে ?

চঞ্চল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের এ মেয়েকে পড়ানো মানে ভস্মে ঘি ঢালা।

মিলু। দেখুন ভাল হচ্ছে না কিন্তু।

চঞ্চল। ভালো হচ্ছে না বলেই ত বলছি। ওকে বরং সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন কিনা দেখুন।

তরলা। সিনেমায়!

চঞ্চল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[খাতার নিচ থেকে সিনেমা সাপ্তাহিক বার করে।]

এই দেখুন। এই হল ওঁর পড়ার বই।

[প্রমীলা রেগে একটু দূরে যায়]

নেপাল। ইস্ আবার গোস্যা কইর‍্যা যায়। তুমি মাস্টারও ভাল নয় চঞ্চল। [প্রমীলা মৃদু হাসে]

চঞ্চল। কেন ?

নেপাল। ক্যান আবার কইতে অইব। এই রকম মাস্টার দিয়া পড়ানর কাম হয়! এমন ছাত্রীরে শাস্তি দিতে পার না। কান ধইরা ঘরের কোণে খাড়া করাইয়া রাখবা।

[প্রমীলা গম্ভীর হয়ে যায়, চঞ্চল মৃদু হাসে।]

চঞ্চল। সেই রকম একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এখন থেকে।

[প্রমীলা রাগের ভান করে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়]

তরলা। সত্যিই পড়াশোনা করে না নাকি বাবা।

চঞ্চল। না তা করে, তবে সিনেমার খবরে একটু ঝোঁক বেশী।

নেপাল। ও আজ কাইল হক্কল পোলা মাইয়ারই কি যে আইছে! সিনেমা কইতে পাগল।

তরলা। মাইয়্যাটার লাগাই যা কিছু ভাবনা। আট মাসের মাইয়্যা আমার কোলে দিয়া আমার ছোট ননদ মারা যায়। ওর বাপও নিরুদ্দেশ। অরে লেখাপড়া শিখাইয়া ভালো একটি ছেলে দেইখ্যা অর বিয়া দেওয়নের থিক্যা বড় দায় আমার কিছু নাই।

নেপাল। অইব অইব। সবই অইব। পড়াশোনাও অইব ভাল পোলার লগে বিয়াও হইব। তুমি মিছা ভাব কেন? আরে জামাইবাবু ব্যাগে কইরা কি যেন আনতে আছে।

[শিবদাস বাইরের দিক থেকে একটা ব্যাগ হাতে প্রবেশ করে]

শিবদাস। (ব্যাগের মুখ খুলে ধরে) কি রকম দেখতাছ নেপাল?

নেপাল। আরে করছেন কি জামাইবাবু? জোড়া ইলিশ! বড় গঙ্গা কানা কইরা আনছেন যে।

তরলা। তুমি আজ আবার ইলিশ—কিন্তা আনলা। তাও দুইটা !

শিবদাস। হাঁ দুইটা। দুইটা না হইলে এ বাড়ি ও বাড়ির হয় ? আর এমন ইলিশ দেইখ্যা শুধু হাতে ফিরা আসা যায়।

তরলা। তা ত যায় না বুঝলাম। কিন্তু আইজ জোড়া ইলিশ খাইলেই অইব। আর কোন দায় বোধ হয় নাই। কাইল পরশু আর বাজার করতে হইব না, না ?

শিবদাস। আরে রাইখ্যা দাও তোমার কাইল পরশুর কথা। আইজ ত খাইয়্যা লই। কাইলকার কথা কাইল ভাবুম। কি কও বাবা চঞ্চল ? বাঙ্গালগোর দোষই ওই।

চঞ্চল। দোষ না হয়ে গুণও ত হতে পারে।

শিবদাস। তবে ! বোঝাও ত তোমার মাসিমারে ! শোন, সরষে বাটা আর কাঁচা মরিচ দিয়া বেশ কইর‍্যা ভাতে দাও দেখি। হরিবাবুর বড় পছন্দ। আর চায়ের লগে ভাজা গোটা কয়েক—

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ]

নেপাল। এখন আবার আইল কেডা। ইলশা মাছের গন্ধে বোধ হয়।···কে ? (উঁকি মেরে) খাইছে ! বাড়িওয়ালাই আইসা হাজির।

[বাড়িওয়ালার প্রবেশ]

বাড়িওয়ালা। এই যে শিবদাসবাবু—খুব ত ইলিশ মাছ খাচ্ছেন দেখছি। আমার ঘর থেকে প্রায়ই গন্ধ পাই। আজ স্বচক্ষেই দেখলাম।

নেপাল। হ্যাঁ দেখেন, দেইখ্যা চক্ষু সার্থক করেন।

বাড়িওয়ালা। চক্ষু সার্থক হলে ত আমার পেট ভরবে না।

নেপাল। তা হইলে ঢোক গিলেন।

চঞ্চল। আপনি থেকে যান না, দুটো মাছ ভাজা খেয়ে যাবেন।

বাড়িওয়ালা। মাছ ভাজা খেয়ে যাব! তুমি ত বলে দিলে হে, মাছ ভাজা খেলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে! কি শিবদাসবাবু, বলি মাছ ভাজা খাইয়েই বিদায় করতে চান নাকি?

চঞ্চল। আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। [চঞ্চল চলে যায়]

বাড়িওয়ালা। আমি কিন্তু যাচ্ছি না শিবদাসবাবু। ভাড়া আমার চাই।

শিবদাস। ভাড়া চাই। ভাড়া পাইবেন। ভাড়া না দিয়া কি থাকুম আপনার বাড়িতে।

বাড়িওয়ালা। বেশ তাহলে দিয়ে ফেলুন। আজ দু'মাস একটি পয়সা ত ছোঁয়ান না। এদিকে ত জোড়া জোড়া ইলিশ কিনছেন খুব।

নেপাল। দেখেন মশয়, ভাড়া নিতে আইছেন সেই কথা কন। বাজে কথা কইবেন না, বুঝছেন বাজে কথা কইবেন না।

বাড়িওয়ালা। (চমকে) আপনি যে গরম হয়ে উঠছেন মশাই।

নেপাল। হ, গরম ত অইতেই আছি, এর পর জ্বইল্যা উঠলে ট্যার পাইবেন। ভাড়া নিতে আইয়া ইলিশ তুইলা কথা কন! জোড়া ইলিশ আপনার পয়সায় কিনছি। যান এইখান থিকা বাইর অইয়া যান কইত্যাছি। ভাড়া আপনার কাইল পাইবেন যান।

বাড়িওয়ালা। (পিছু হেঁটে) কালই কিন্তু পাওয়া আমার চাই—নইলে লম্বা চওড়া কথা···

নেপাল। (ধমকে) যান! (বাড়িওয়ালা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়) ইয়ার পর আর এইখানে ঢুকতেই দিমু না।

তরলা। তা ত দিবা না, কিন্তু কাইল ভাড়া কোথা থিকা দিবা তা ভাবছ।

নেপাল। কথা যখন দিছি, তখন ভাড়া দিতেই অইব। যেমন কইর‍্যা হউক। আইজ একটা রেডিওর অর্ডার পাইছি, কাইল দামটা দিলে মোটা কমিশন পামু। দিমু তখন টাকাটা নাকের উপর ধইর‍্যা। আপনি ভাবতে আছেন কেন জামাইবাবু।

শিবদাস। ভাবতাছি সাধে, তোমার ওই রেডিওর দোকানের কমিশন ত আমি জানি। (মাছের ব্যাগ মাটিতে ফেলে) দূর তোর মাছের নিকুচি করছে। পয়সার অভাবে মান ইজ্জৎ থাকে না যাগো, তাগো আবার খাওনের শখ।

নেপাল। আরে আরে করেন কি! ইলিশ দুইটা কি অপরাধ

করছে। এই দুইটা বেচলেও ত অখন ভাড়ার টাকা উঠব না। আমি রাইখ্যা আসি গিয়া।

[ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়]

তরলা। কোথাও ধার করন যায় না?

শিবদাস। হ্যাঁ ধার! ধারে বলে চুলের টিকিটা পর্যন্ত বাধা পড়ছে। আর ধার পামু কই। ধারত তুমিই দিতে পার।

তরলা। আমি। আমি কি লুকাইয়া টাকা জমাইছি, না দুইটা গয়না আছে আমার গড়ান।

শিবদাস। আহা তা নাই জানি কিন্তু মিলুর সেই টাকা থিকা ত দিতে পার, মাইনা পাইলেই দিয়া দিমু। কি শুইনাই যে মুখ হাঁড়ি হইয়া উঠল!

তরলা। হাড়ি হইব না ত কি? খাইতে পাই না পাই, ভিক্ষা করি, তবু মিলুর ওই টাকার একটা আধলাও আমি ছুইতে দিমু না। ঠাকুরঝিরে মরণের সময় যে কথা দিছি তা আমি খেলাপ করুম না।

শিবদাস। কইরো না বাবা করতে হইব না, আমার হাত ধোওনের একটু জল দাও। মাছের হাতটা ধুইয়্যা আমি নিজেই ব্যবস্থা করুম।

[শিবদাস ও তরলা বাড়ির ভেতর চলে যায়]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। আলো জ্বললে দেখা যাবে হরিবাবুর দৃশ্য। বাইরে থেকে একজন কাবুলী প্রবেশ করে হরিমোহনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। হরিমোহন দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়]

হরি। অফিস যাবার সময় এসে হাজির হয়েছ কেন ?

কাবুলী। তুসরা টাইমমে তো ভেট নাহি হোতা।

হরি। ভেট করবার দরকার কি ?

কাবুলী। দো মাহিনা হো গয়া।

হরি। ঠিক আছে, ঠিক আছে এখানে চেঁচিও না, এখন যাও অফিসের দেরি হয়ে গেছে।

কাবুলী। তব অফিসমে ভেট করে গা ?

হরি। তোমার মুণ্ড করেগা, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও, অফিস যাবার পথে যা বলার বলে যাব, এখন যাও।

[কাবুলী রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, একটু পরে মনোরমা বাড়ির ভেতর থেকে প্রবেশ করে]

মনোরমা। আচ্ছা এটা কি করলে বলত! কার্তিককে কথা দিয়েও দেখা করতে গেলে না। কি ভাববেন বলত! নিশ্চয় রাগ করবেন।

হরি। গেলে আরো রাগ করতেন।

মনোরমা। তুমি গেলে রাগ করতেন! এই না শুনি ঘোষ সায়েব আমাদের সবাইকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করছেন!

হরি। আহা কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না। এই রকম পোশাক-আশাকে তাঁর কাছে যাওয়া যায়! জুতোটার কি অবস্থা হয়েছে দেখছ! এই জুতো দেখলে হ্যারিংটন স্ট্রীটের বেয়ারারাই ঢুকতে দেবে না।

মনোরমা। তা হ্যাঁ গো, জুতো একজোড়া ত কবে থেকে কিনতে বলছি।

হরি। তুমিও বলছ, আমিও শুনছি, কিন্তু জুতোর দোকানের মালিক ত আমার বেহাই নয় যে বললেই জুতো জোড়া অমনি দিয়ে ফেলবে। তার জন্যে পয়সা লাগে। এখনো চঞ্চলের একমাসের কলেজের মাইনেটা যোগাড় করতে পারি নি ত জুতো কিনব!

[শিবদাস বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হরিমোহনের কাছে যায়]

শিবদাস। জুতা কেনার কথা কি কইতাছিলেন, হরিবাবু।

হরি। (সুর পাল্টে) বলছিলাম জুতো কিনব কি পছন্দই হয় না। তখনকার সে সব জুতো কি আর আছে। চামড়া ত নয় যেন মখমল। টেরটি পাবে না। এখনকার জুতো পায়ে দিয়েছি কি ফোস্কা।

শিবদাস। আমি তাই ক্যাম্বিশই পরি, ও চামড়ার ধারও ধারি না। কিন্তু অখন জুতা ছাইড়্যা একটা গুঁতা সামলানোর উপায় কইর‍্যা দিতে পারেন।

হরি। কি হল কি?

শিবদাস। হয় নাই, হইব। ক'মাস ভাড়া দিয়া উঠতে পারি নাই। কাইল না দিলে আর মান থাকবো না। শ'দুয়েক টাকা কোথা থিকা ধারের ব্যবস্থা হইতে পারে? আমার নিজের জানাশোনা সব রাস্তা ত বন্ধ।

হরি। শ'দুয়েক টাকা ধার। আচ্ছা একটু আগে বললেন না কেন!

শিবদাস। আগে কমু কি! বাড়িওয়ালা বাড়িতে ঢুইক্যা অপমান করার পরইত আইতাছি। শিয়রে শমন না হইলে ত আর হুঁশ হয় না।

হরি। ঠিক আছে। অত ভাবছেন কেন? টাকাটা কাল সকালে পেলে চলবে ত?

শিবদাস। খুব চলবো।

হরি। আজ অফিস যাবার পথেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে দেব তাহলে।

শিবদাস। (কৃতার্থ হয়ে) আপনিই দিবেন! কি আর কমু—

হরি। আহা বলবেন আবার কি! এতে বলবার কি আছে!

শিবদাস। আমি আপনার লগে যামু ব্যাঙ্কে?

হরি। না, না, আপনার যাবার কিছু দরকার নেই! চঞ্চলের হাতে দিয়েই পাঠিয়ে দেব। এখন কোন ব্যাঙ্ক থেকে তুলি তাই ভাবছি। সে যে কোনো একটা থেকেই তুলে দিলে হবে। আপনি ভাববেন না।

শিবদাস। গিন্নীকে দুইট্যা কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। কইতাছিল টাকার জোগার হইব না। হইব না কইলেই হইল!

[শিবদাস বাড়ির ভেতর চলে যায়]

মনোরমা। কথা ত দিয়ে বসলে। তারপর?

হরি। তারপর আবার কি? দিতে হবে যেমন করে হোক।

মনোরমা। সেই যেমন করে হোকটা কি তাই জানতে চাইছি। কথা দেবার আগে সেটা ত ভাবতে হয়!

হরি। না, হয় না। বন্ধুলোক বিপদে পড়ে' চাইলে আমি না বলতে পারি না, পারব না।

মনোরমা। কিন্তু দেবে কোথা থেকে?

হরি। (সকৌতুক ভঙ্গিতে) আছে, আছে, আমারও ব্যাঙ্ক আছে!

মনোরমা। কি জানি, তোমাদের কথার আমি একবর্ণও বুঝি না!

[মনোরমা বাড়ির ভেতর চলে যায়]

[হরিমোহন বাইরে এসে চারদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে কাবুলীকে আঙুল নেড়ে ডাকে। কাবুলী ভেতরে এসে ঢোকে]

হরি। খাঁ সাহেব এক্ষুনি দু'শ টাকা দিতে হবে। না দিলে উপায় নেই।

কাবুলী। আরে এ আপনি ক্যা বলছেন হরিবাবু। আপনি কোতো লিয়েছেন তার হিসাব আছে? সুদ ভি ত দো মাহিনা নেহি মিলা। ফির দো শো রুপয়া কেমন করে দিবে! না না হোবে না।

হরি। যেমন করে হোক দিতেই হবে আগা সাহেব। নইলে আমার মান থাকবে না।

কাবুলী। আরে মান, মান আপনাদের বাঙ্গালীদের খালি মান। আরে পয়সার চাহিতে কি মান বড়?

হরি। (ধমকে) অত তোমায় বোঝাতে পারব না আগা সাহেব। এ দু'শটাকা আমার চাইই। তার জন্যে যা লিখে দিতে হয় দিচ্ছি।

কাবুলী। তোবে আর আমি কি বলবো। লিয়ে যান দোশো রূপয়া লেকিন আগাড়ী রূপেয়াকা সুদ কবে মিলবে।

হরি। সোমবার পাবে। এখন দু'শ টাকা বার কর দেখি?

[কাবুলী টাকা দিয়ে চলে যায়। হরি বাড়ির কাছে এসে চঞ্চলকে ডাকে। চঞ্চল ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

[চঞ্চলের প্রবেশ]

হরি। (টাকা দিয়ে) শোন, এই টাকাটা শিবদাসবাবুকে দেবে বুঝেছ!

[চঞ্চল মাথা নেড়ে শিবদাসের বাড়ি ঢুকে যায়]

[বাইরে থেকে হরিমোহনের অফিসের জনৈক সহকর্মী যতীন প্রবেশ করে]

যতীন। আরে হরিমোহনবাবু করেছেন কি? বেলা বারোটা বাজে এখনও অফিস যান নি?

হরি। সাহেব খোঁজ করেছেন?

যতীন। খোঁজ করেছেন মানে! এর মধ্যে তিন বার ডাক পাঠিয়েছেন। সাড়ে দশটার মধ্যে জি, আর কোম্পানীকে দেড়শ টন্ মাল ডেলিভারী দেওয়ার কথা ছিল। গোডাউন

বন্ধ দেখে পার্টি সরাসরি সাহেবের কাছে গিয়ে অর্ডার ক্যানসেল করে দিয়েছে।

হরি। ক্যানসেল করে দিয়েছে !

যতীন। তবে আর বলছি কি! সায়েব চটে লাল হয়ে গেছেন। আপনাকে এখুনি গোডাউনের চাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

হরি। একটা ফ্যাসাদ হয়েছিল তাই—

যতীন। এক ফ্যাসাদ সামলাতে আর এক ফ্যাসাদ বাধালেন যে। অফিসের এই টালমাটালের সময় কাজটা ভালো করেন নি হরিবাবু। সাহেবের মতলব ত জানেন। ছাঁটাইয়ের একটা ছুতো শুধু পেলে হয়……

হরি। একটু দাঁড়ান বাড়িতে একবার বলে আসি। খাওয়া ত আর হবে না।

[হরিমোহন তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকে একটা কোট গায়ে ফিরে আসে]

হরি। সাহেবকে কি বলি বলুন ত—

যতীন। দুর্গা বলে চলে ত আসুন। বলবেন—কি বলবেন তাইত ভাবছি। অসুখ বিসুখে চলবে না আর—

হরি। বাড়িওয়ালার কথা বলব ? বলব বাড়িওয়ালা তম্বি জুলুম করছে, কোর্টে টাকা জমা দিতে যেতে হয়েছিল ?

যতীন। তা বলে দেখতে পারেন। আসুন। (উভয়ে বাইরের দিকে চলে যায়)

[হরিমোহনের বাড়ির ভেতর থেকে রিনি ও নান্তু বেরিয়ে আসে। তাদের হাতে খেলার টেলিফোন। নান্তু টেলিফোনের তারটাকে টেনে শিবদাসের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে আসে। দু'বাড়ি থেকে রিনি এবং নান্তুর টেলিফোনে কথা আরম্ভ হয়]

রিনি। হ্যালো! শুনতে পাচ্ছ নান্তুদা?

নান্তু। অত চিল্লাস কেন? ফোনে বুঝি অত চেঁচিয়ে কথা বলে! এমনিই ত শুনতে পাই। নে বল।

রিনি। (গলা নামিয়ে) আচ্ছা হ্যালো। এবার কি বলব?

নান্তু। বাঃ! আমায় জিজ্ঞেস করে কথা বলবি নাকি! যা মনে হয় বল।

রিনি। আচ্ছা হ্যালো। তুমি—তুমি কেমন আছ?

নান্তু। দূর, ফোনে কথাও কইতে জানিস না। (ভেংচে) তুমি কেমন আছ।

রিনি। (রেগে) তা হলে আমি ফোন করতে পারব না।

নান্তু। আহা চটছিস কেন! শোন না এই রকম করে বল। হ্যালো—

রিনি। হ্যালো।

নান্তু। এটা বড় বাজার ডবল থ্রি ফোর।

রিনি। কি?

নান্তু। কিছু নয়, শোন। হ্যালো রাগিণী দেবী আছেন?

রিনি। রাগিণী দেবী কি! আমিত রিনি। আমিইত কথাবলছি।

নান্টু। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। ওই রকম বলতে হয় শোন—হ্যালো আপনি আমাদের বাড়ি একবার এখন আসতে পারবেন ?

রিনি। না বাবা, গেলেই বকবে। দাদা ওখানে রয়েছে না ?

নান্টু। দূর বোকা, বলবি "সরি" আজ আমার একটা এন্-গেজমেণ্ট আছে কিনা !

রিনি। ও বুঝেছি। হ্যালো সরি এখন ত যেতে পারব না। দাদা তিনটে অঙ্ক কষতে দিয়ে গেছে কিনা !

নান্টু। হয়নি অঙ্ক কষা ?

রিনি। না, বড্ড শক্ত। দাদা কি করছে নান্টুদা ? মিলিদিকে পড়াতে বসেছে ?

নান্টু। (ভেতরে তাকিয়ে) হ্যাঁ বসেছে, কিন্তু পড়াচ্ছে না।

রিনি। কি করছে ?

নান্টু। দুজনে গম্ভীর মুখে বসে আছে। না, না হাসছে।

রিনি। কে হাসছে ? দাদা ?

নান্টু। না, না মিলিদি। খুব হাসছে। চঞ্চলদা বকছে তবু থামছে না—দাঁড়া দাঁড়া—চঞ্চলদা হাসছে। ওইরে দেখে ফেলেছে। পালা শিগগীর, দিদি আর চঞ্চলদা এই দিকে আসছে।

[রিনি টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। নান্টু টেলিফোন গুটিয়ে নিয়ে রিনিদের বাড়ি ঢোকে। বাড়ির ভেতর থেকে প্রমীলা ও চঞ্চল আসে]

চঞ্চল। আচ্ছা এঁরা কি ভাববেন বলত। আমি তোমায় পড়াতে এসেছি, না আড্ডা দিয়ে হাসাহাসি করতে।

মিলি। বাঃ হাসির কথা হ'লে হাসব না?

চঞ্চল। হাসির কথাটা কি হল?

মিলি। হল না? আপনি বললেন নার্গিস একটা ফুল!

চঞ্চল। ভুল বলেছি বলেত মনে হয় না। তাছাড়া তোমার কাছে আমি সিনেমার পরীক্ষা দিতে বোধহয় আসি নি। থাক্ এভাবে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। আমার নিজের পড়াশুনা আছে, পরীক্ষা আছে।

মিলি। বিলেত যাওয়া আছে। আচ্ছা বিলেত গিয়ে আপনি মেম বিয়ে করে আসবেন।

চঞ্চল। এদেশের মেয়েদের যে রকম নমুনা দেখছি তাতে সেই চেষ্টাই করতে হবে বোধ হয়। উঃ কি বাজে বকতে তুমি পার! তোমার মাথায় কি আছে বলত?

মিলি। গোবর।

চঞ্চল। নাঃ তোমায় পড়ানো আমার কাজ নয়। কেন যে আমি রাজি হয়েছিলাম ভেবে পাই না।

মিলি। সত্যি কেন হয়েছিলেন বলুন তো?

চঞ্চল। তখন তোমায় দেখে মনে হয়েছিল, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু তোমার আছে।

মিলি। মেয়েদের বেশী বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা ভাল নয়।

চঞ্চল। তাই নাকি? কেন বলত?

মিলি। (দুষ্টুমির হাসি হেসে) পুরুষদের দৌড় তাহলে ধরা পড়ে যায়।

চঞ্চল। ওঃ। না, আজ আর কিছু হবে না। শোন, তোমার মামাবাবুকে বাবা এই টাকাগুলি দিতে বলেছিলেন।

[নেপাল বাড়ির ভেতর থেকে আসে]

নেপাল। কিসের টাকা চঞ্চল ?

চঞ্চল। তা জানি না, বাবা শিববাবুকে দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নেপাল। হু, বুঝছি। হরিবাবু আমাগো বাঁচাইছেন। গ্যাও, আমারে টাকা। আমি এহনি ধইর্যা দিয়া আসি বাড়িওয়ালার নাকের উপর। (নেপাল যেতে থাকে তরলা বেরিয়ে এসে পেছন থেকে ডেকে ফেরায়)

তরলা। নেপাল !

নেপাল। একটা শুভ কাজে যাইতে আছি, আবার পিছু ডাক ক্যান ?

তরলা। শুভ কাজে তোমার যাইতে হইব না। উনি নিজে গিয়া দিব কইছেন।

নেপাল। নিজে গিয়া দিলে আর মজাটা অইল কই।

তরলা। মজা মানে ত ঝগড়া-ঝাটি। ও মজায় আর দরকার নাই।

নেপাল। অ, আমরা বুঝি খালি ঝগড়াই করি। আমাগো খোঁচায় ক্যান্। না খোঁচাইলে আমরা মধু। আর খোঁচাইলে আমরা হুল্। একবার হুলটা বুঝাইয়া আসি। (প্রস্থান)

তরলা। নেপাল! নেপাল! না অগো লইয়া আর পারি না। তুমি একবার যাও না বাবা যদি একটু সামলাইতে পার।

চঞ্চল। আমার দ্বারা কি হবে? ওঁকে সামলাতে এখন ফায়ার ব্রিগেড্ দরকার।

[চঞ্চল নেপালের খোঁজে চলে যায়। প্রমীলা অন্তদিক দিয়ে বাইরের দিকে যায়। একটু পরে ভেতর থেকে যশোদা প্রবেশ করে]

যশোদা। কালিঘাটে পূজা দিয়া আইলাম ছোট বৌ।

তরলা। আপনে ত আর পূজা দিতে কোথাও বাকি রাখলেন না।

যশোদা। বা—দিতে হইব না। নতুন কোথাও আইলে মানুষজন যেমন, ঠাকুর দেবতার লগেও পরিচয় করতে হয়। এক গণক ঠাকুরের কাছেও গেছিলাম ছোট বৌ।

তরলা। আবার গণক ঠাকুরের কাছেও গেছিলেন।

যশোদা। তোমাগো লিগাই ত যাওন। তা ভাবনার কিছু নাই। মিলুর আগামী বৈশাখেই বিয়া।

তরলা। গণক ঠাকুর কি পাত্রও ঠিক করে দিলেন নাকি?

যশোদা। এসব ঠাট্টার জিনিস না ছোট বৌ। ঠাট্টা কইরো না। বিয়া কি কেউ ঠিক কইর‍্যা দিতে পারে। জন্ম, মৃত্যু বিয়া—ও জন্মের আগেই বিধাতা পুরুষই ঠিক কইর‍্যা দেন। কিন্তু তেমন গণক হইলে কইলেও কইতে পারে। গণক ঠাকুর কি কইল জানো?

তরলা। কি কইলো ?

যশোদা। কইলো ঘরের পাশেই বইস্যা আছে, শুধু দু'হাত এক করতেই বাকি। তা বাধা যেটুকু আছে এই বৈশাখেই তা কাইট্যা যাইবো। মিলু গেল কোথায় ?

তরলা। বাইরের দিকে গেল দেখলাম।

যশোদা। এইট্যা ভাল কাজ হইতাছে না ছোট বৌ। আস্কারা দিয়া মাইয়াটারে ধিঙ্গ কইর‍্যা তুলছ, এইটা ভাল করতাছ না, সোমত্ত মাইয়্যার যখন তখন হুট হুট কইর‍্যা যেইখানে সেইখানে যাওয়াটা কি ঠিক! ওরা যদি কিছু মনে করে ?

তরলা। কাগো কথা কইতাছেন ?

যশোদা। কাগো আবার! ওধারের ওগো! ওরা এদেশী লোক ; এসব যদি ওরা পছন্দ না করে।

তরলা। (হেসে) আপনি তাইলে সম্বন্ধ একেবারে পাকা কইর‍্যা ফালাইছেন। কিন্তু অগো লগে আমাগো কি সত্যিই বনবো ?

যশোদা। বনবো না মানে! বলি না বনার পাইলা কি ? বনাইতে জানলেই বনে। কোন লঙ্কা কিস্কিন্দার থিকা আইছ যে বনবো না। ওসব কথা মনেও ঠাঁই দিও না ছোট বৌ। (প্রমীলা প্রবেশ করে) এই যে মিলু দিনরাত টো টো কইর‍্যা বেড়াস্ ক্যান! গেছিলা কই ?

মিলু। একটু দোকানে গেছিলাম।

যশোদা। দোকানে গেছিলা! তোমার দোকানে যাওনের কি দরকার! ওসব ধিঙ্গিপনা আর চলবো না। এদিকে আস। নাও অখন থিকা পড়াশুনায় লিগা যেটুক দরকার তাছাড়া আর ঘরের থিকা বাইরন বারণ।

মিলু। (ভুরু-কুঁচকে) কেন, আমি কি করেছি!

যশোদা। কি করছ? বড় হইছ। দুদিন বাদে বিয়া হইব। তাই অখন থিকা ঘরের বৌ-এর মতো থাকতে শিখতে হইব। বুঝছ!

মিলু। (অভিমান ভরে) আচ্ছা! (মনোরমা বাইরে আসে বাড়ি থেকে)

[মনোরমার প্রবেশ]

মনোরমা। মিলু একটা কাজ করে দিবি মা?

মিলু। কি কাজ মাসিমা!

মনোরমা। ওঁর অফিসে একটা ফোন করে আসতে হবে। চঞ্চল বেরিয়ে গেল যখন, তখন খেয়াল হয় নি। অথচ না জানালেও এসে রাগারাগি করবেন। অফিসে শুধু ফোন করে দিবি যে আসবার পথে দর্জির ওখানে আর যেতে হবে না। তারা জামা দিয়ে গেছে।

মিলু। এক্ষুনি যাচ্ছি মাসিমা!

[প্রমীলা, যশোদা ও তরলার দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাইরের দিকে যায়]

মনোরমা। আজকালকার মেয়ে না হলে এমন হয়। কত সুবিধে বলত।

যশোদা। মাইয়া অইলে ত সুবিধা—কিন্তু ঘরের বৌ যখন অইব।

মনোরমা। কি বলছেন দিদি! অমন বৌ হলে তো বর্তে যাই।

[যশোদা ও তরলা খুশিমুখে পরস্পরের দিকে চায়। নেপাল এবং চঞ্চল এক সাথে হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

নেপাল। যাক্, একটা কামের মতো কাম কইর‍্যা আইছি। বাড়িওয়ালার তাগাদা আর সইতে অইব না।

তরলা। কি? মারধর কইর‍্যা আইলা নাকি?

নেপাল। মারই কইতে পার। এমন মাইর যে ভুলতে পারব না কোন দিন।

মনোরমা। কি করেছেন কি?

নেপাল। কি করছি! চঞ্চল তুমিই কও—

[বাড়িওয়ালা একটা বাটি হাতে করে প্রবেশ করে। বাটির মুখ একটা ডিশ দিয়ে ঢাকা]

বাড়িওয়ালা। এই নিন্ নেপালবাবু, খেয়ে বাটিটা ফেরত দেবেন।

নেপাল। (হেসে) ফেরত দিমু না ত, কি বাটিসুদ্ধই খামু।

তরলা। বাটির মধ্যে কি আছে?

নেপাল। তয় আর কই কি? ভাড়া দিতে গিয়া দেখি

বাড়িময় ইলিশের গন্ধ। তারপর জিগায় কি জানেন— ইলিশ ভাতে ক্যামনে দেয় কইতে পারেন।

বাড়িওয়ালা। আরে মশাই হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই—আমি কি আর অত জানি। রোজ আপনাদের ইলিশের গন্ধ পাই, শুনি ইলিশ ভাতে কিনা আহামরি জিনিস, তাই আজ—

নেপাল। কি করছে জানেন? ইলিশমাছটারে না কাইট্যা সোজা হাঁড়ির মধ্যে দিছে ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ অইতে। ভাতে ইলিশে মিইল্যা কি ঘাঁট না অইছিল, স্থাখলে বুঝতেন। (সবাই হেসে ওঠে) তাই যেটুকু ইলিশ ছিল, তাই দিয়া শিখাইয়া আইলাম।

বাড়িওয়ালা। আর ঠাট্টা করবেন না, বাটিটা ধরুন! (তরলা বাড়িওয়ালার হাত থেকে বাটি নেয়)। আমি চলি, ঘরের দরজা খোলা রয়েছে।

[বাড়িওয়ালা চলে যায়]

নেপাল। খাওনের শখ আছে, বুদ্ধি নাই ঘটে!

[তরলা, মনোরমা ও চঞ্চল হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতর যায়, হরিমোহনের প্রবেশ]

হরিমোহন। নেপালবাবুকে খুব খুশী মনে হচ্ছে, রাস্তার মোড় থেকে আপনার গলা শুনছিলাম।

নেপাল। বাড়িওয়ালার ইলিশ ভাতে দেওনের গল্প শোনেন গিয়া চঞ্চলের কাছ থিকা—

হরিমোহন। বাড়িভাড়া মিটিয়েছেন ত।

নেপাল। হ! সেই লগে বাড়িওয়ালার চাপা বাসনাও মিটাইছি!

[হরিমোহন এবং নেপাল নিজ বাড়িতে ঢুকে যায়। বাইরে থেকে প্রমীলা এবং কার্তিক কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে]

কার্তিক। বাড়িতেই ফিরছেন ত!

প্রমীলা। হ্যাঁ, কোথায় আর যাব।

কার্তিক। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি কিছু মনে করবেন না।

প্রমীলা। জিজ্ঞেস করবার আগেই কড়ার করিয়ে নিচ্ছেন!

কার্তিক। আচ্ছা কথাটাই তাহলে বলি আগে—আমায় শত্রুপক্ষের একজন বলেই বোধহয় ধরে নিয়েছেন?

প্রমীলা। শত্রুপক্ষ! বুঝতে পারলাম না।

কার্তিক। পেরেও স্বীকার করছেন না। আমি বলছি আমাকেও ওবাড়ির একজন বলে ভাবেন বোধহয়।

প্রমীলা। না, তা ঠিক ভাবি না।

কার্তিক। শুনে খুশি হলাম। দেখুন ওদের বাড়িতে যাই, তাই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে বাধ্য হয়ে কখনো জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু তা থেকে আমায় বিচার করবেন না।

প্রমীলা। না, তা করব কেন! আপনি ওদের দলে নন তা হলে?

কার্তিক। ওদের দলে! ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই বলতে গেলে।

প্রমীলা। তাই নাকি? কিন্তু যেরকম যাওয়া আসা করেন তাতে—

কার্তিক। আসতে হয় ওদের গরজে। নইলে আমার কি দায়। তবে আসবার কারণ একেবারে যে নেই তা বলতে পারি না।

প্রমীলা। কি কারণ?

কার্তিক। না, সে নাই বা শুনলেন এখন। আচ্ছা চঞ্চল আপনাকে পড়ায়, না?

প্রমীলা। হ্যাঁ, যদি তাকে পড়ান বলেন!

কার্তিক। পারে না বুঝি কিছু পড়াতে? আরে পারবে কি! ওর বিদ্যের দৌড়তো আমার জানতে বাকি নেই। নিজেই পাস করুক এবারে ত অন্যকে পড়াবে।

প্রমীলা। পাস করতে পারবে না বুঝি?

কার্তিক। দেখতেই পাবেন।

প্রমীলা। তাহলে বিলেত যাওয়াও হবে না বলছেন?

কার্তিক। বিলেত! ওই সব চাল আপনার কাছে মারে বুঝি।

প্রমীলা। হ্যাঁ, কথায় কথায়।

কার্তিক। ওইটি ওদের বাড়ির দস্তুর। খাবে পান্তা ত বলবে পোলাও। আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না ত!

প্রমীলা। না, দেরি আর এমন কি। এসব কথা'ত নইলে শুনতে পেতাম না।

কার্তিক। আপনাকে আরো অনেক কিছু আমার বলবার ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—

প্রমীলা। আমাদের বাড়ি চলুন না—

কার্তিক। না না সেটা ঠিক হবে না। আচ্ছা ধরুন আপনার কলেজ থেকে ফেরার পথে রাস্তায় যদি দেখা করি ?

প্রমীলা। তা করতে পারেন।

কার্তিক। (উৎসাহ নিয়ে) তাহলে কোথায় সুবিধে হবে বলুন তো ?

প্রমীলা। যে কোনো জায়গায় হতে পারে। আমাদের College Bus যেখান দিয়ে আসে সেখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন।

কার্তিক। আপনি Bus-এ থাকবেন!

প্রমীলা। ও, আপনি নামতে বলছেন ? তাহলে একটা দরখাস্ত করুন।

কার্তিক। দরখাস্ত!

প্রমীলা। হ্যাঁ, আমাদের Principal-এর কাছে। Guardian আর Principal-এর অনুমতি ছাড়া'ত College Bus থেকে নামবার হুকুম নেই।

কার্তিক। তাহলে—

প্রমীলা। আরেকটা কাজ করতে পারেন। আমার নামবার দরকার নেই। আপনিই বরং Bus-এ উঠুন।

কার্তিক। মেয়েদের Bus-এ আমি উঠব !

প্রমীলা। ক্লিনারের কাজ করলে আপত্তি করবে না।

[প্রমীলা হন্ হন্ করে বাড়ির ভেতর চলে যায়। কার্তিক প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে বুঝতে পেরে রাগে ফেটে পড়ে এবং হরিমোহনের বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। শিবদাসের বাড়ির ভেতর থেকে নেপাল একটা Radio হাতে করে বাইরে আসে। রিনি ও নান্টু হরিমোহনের বাড়ি থেকে বার হয়।]

নান্টু। (রেডিও দেখে) ঐ তো রেডিও এনেছে। ডেকে আন সবাইকে।

রিনি। কি হবে নান্টুদা, আমার ভারি ভয় করছে।

নান্টু। কিসের ভয় ?

রিনি। যদি ইস্টবেঙ্গল জিতে যায়।

নান্টু। জিতবেই তো।

রিনি। ইস্ কিছুতেই জিতবে না।

নান্টু। শিগ্‌গিরি এসো দিদি। দিদি—

রিনি। দাদা শিগ্‌গিরি এসো। এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাবে নইলে—

[প্রমীলার বাড়ির ভেতর থেকে প্রবেশ]

প্রমিলা। কি আরম্ভ হবে ! রেডিওর গান ?

রিনি। না, না, গান কেন—আজ কি হচ্ছে জান না বুঝি ?

নান্টু। দিদিটা কিছু জানে না। আজ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলা না !

রিনি। নেপাল মামা তাই জন্মেই ত রেডিও এনেছে।

প্রমীলা। বেশ করেছে। তোরাই শোন।

রিনি। তুমি কার দলে দিদি? আমাদের ত?

নান্টু। ইঃ তোদের হবে কেন। দিদি আমাদের! না দিদি—তুমি ইস্টবেঙ্গল ত?

রিনি। (প্রমীলাকে ধরে) না তুমি মোহনবাগান! বল তুমি মোহনবাগান।

প্রমীলা। দাঁড়া ভেবে দেখি আগে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি যে জিতবে তার।

নান্টু। বাঃ তা বুঝি হয়?

রিনি। সে হবে না, তুমি আমাদের দলে। (নান্টু এবং রিনি প্রমীলার দুহাত ধরে টানতে থাকে। চঞ্চল বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।)

চঞ্চল। কি ব্যাপারটা কি—কি নিয়ে মারামারি?

নান্টু। তুমি কার দলে চঞ্চল দা?

রিনি। না দাদা তুমি আমার দলে।

চঞ্চল। দলাদলিটা কি নিয়ে শুনি আগে?

প্রমীলা। কি নিয়ে আবার! ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান নিয়ে।

চঞ্চল। (প্রমীলাকে) তুমি কোন্ দলে?

নান্টু। দিদি বলছে, যে জিতবে তার দলে।

চঞ্চল। আমি তাহলে যে হারবে তার।

নান্নু ও রিনি। যাও তোমাদের কারুর দলে হ'তে হবে না।

[চঞ্চল বাড়ির ভেতর যেতে যেতে]

চঞ্চল। হাসছি, কিন্তু আকাশের লক্ষণ বুঝছ। আবার দুর্যোগ শুরু হলো বুঝি।

[চঞ্চল চলে যায়। নেপাল ভেতর থেকে একটা প্লাগ আর তার নিয়ে এসে রেডিও এবং প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রেডিওর চাবি ঘোরাতে থাকে। কার্তিক রেডিওর পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রমীলা কার্তিককে দেখে নিঃশব্দে চলে যায় শিবদাস ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।]

শিবদাস। কৈ হে নেপাল শুরু হলো?

নেপাল। অইব অইব অপেক্ষা করেন।

রিনি। তাড়াতাড়ি করো নেপাল মামা।

[হরিমোহন বাইরে আসে।]

হরি। ওহে তোমার চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে এদিকে যে খেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল।

শিবদাস। কোথ থনে একটা ভাঙ্গা রেডিও আনছে আজকের দিনে।

নেপাল। আরে একটু ধৈর্য ধরেন না। নতুন জায়গায় আইলে মানুষেরই দুইদিন লাগে মানাইয়া লইতে। এত শুধু কল, না। একটু সবুর করেন।

হরি। আর কত সবুর করব। অফিস থেকে এসে জামাকাপড়টাও ছাড়ি নি রেডিও শুনব বলে—

শিবদাস। আইজ অফিসেও ত তাড়াহুড়া কইরা যাইতে অইছে আমার লিগ্যা। দেরি-টেরি হয় নাইত পৌঁছাইতে?

হরি। তা একটু হয়েছিল বইকি। ব্যাঙ্কগুলো যা হয়েছে। এক ঘণ্টার আগে কোন চেক ক্যাশ করা যায় না।

শিবদাস। তা হইলে? অফিসে গোলমাল টোলমাল কিছু?

হরি। অফিসে গোলমাল? হুঁঃ! অফিসে যেতে দুঘণ্টা দেরি হয়েছে বলে গোলমাল। অমন অফিসে হরিমোহন চৌধুরী কাজ করে না।

[হঠাৎ রেডিওর রিলে আরম্ভ হয়।]

রেডিও। মাঠে আর তিল ধারণের জায়গা নেই, কেল্লার র‍্যাম্পার্টে শুধু কালো কালো সব মাথা।

[রেডিও খারাপ হ'য়ে যায়।]

নেপাল। তোমার মাথা। মাথার গোণন করতে গেছ, না খেলার কথা কইতে।

[নেপাল চাবি ঘোরায়। রেডিও চলতে থাকে।]

রেডিও। এগুচ্ছে ঝড়ের মতো এগুচ্ছে, মাখনের ভেতর দিয়ে যেন ছুরির মতো এগুচ্ছে।

[রেডিও বন্ধ হয়ে যায়।]

হরি। আরে এগুচ্ছে কে?

নেপাল। কে আর আগাইব ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয়।

হরি। (হেসে) এগুলেই বুঝি ইস্টবেঙ্গল।

[রেডিও চলতে থাকে।]

রেডিও। বল একেবারে পেনাল্টি এরিয়ায়, না গোল-কিপারের হাতে, উঁহু সেণ্টার ফরোয়ার্ডের মাথায়—না, না, বারে লেগে ফিরে এল—এই ব্যাকের পায়ে—ওই কেড়ে নিল, ওই আবার মার গো···না, না, হোলো না।

[রেডিও বন্ধ হয়ে যায়।]

শিবদাস। আরে আচ্ছা আহাম্মক—গোলটা দিতাছে কে।

কার্তিক। মোহনবাগান নিশ্চয়।

নেপাল। আরে রাখেন মশয়, মোহনবাগান গোল দিব। ঠেলা অহন সামলাউক।

[রেডিও চলতে থাকে।]

রেডিও। মাঠে গণ্ডগোল। ভীষণ গণ্ডগোল রেফারী পেনাল্টি দিয়েছে, একদল হাততালি দিচ্ছে আর একদল চেঁচাচ্ছে। বল বসানো হয়েছে। কে মারবে, এই এগিয়ে আসছে··· (রেডিও বন্ধ হয়ে যায়)।

হরি। নিকুচি করেছে তোমার পচা রেডিওর। কোন দলের কি হচ্ছে এখনো বুঝতেই পারলাম না।

নেপাল। (মৃদু হেসে) বোঝবার আর কিছু নাই। খাইছে গোল এইবার মোহনবাগান। হাত দিয়া বল ঠেকান বাঁইর অইয়া যাইব।

[রেডিও চলতে থাকে।]

রেডিও। সাবাস্ সাবাস্ গোলকীপার। মাঠে হৈ চৈ রৈ রৈ,

পেনাল্টি শট্, মোহনবাগানের অব্যর্থ পেনাল্টি শট্, একেবারে ধরে ফেলেছে মোয়ার মতো।

[রেডিও বন্ধ হয়ে যায়।]

হরি। কেমন ! কি বলেছিলাম ! কে পেনাল্টি পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান।

শিবদাস। পাইয়া অইলটা কি মশয়। অই ত মোহনবাগানের দৌড়। পেনাল্টি শট্—তাও গোল করতে পারে না। ছ্যা!

কার্তিক। ছ্যা !— ছ্যা, বলুন ইস্টবেঙ্গলকে। মোহনবাগানকে আটকাতে এগারোটা প্লেয়ারকে গোলকীপার হয়ে হাতে বল ধরতে হয়। ছ্যা !

নেপাল। দেখেন মশয়, মোহনবাগানের লগে খেলনের লাইগ্যা আমাগো এগারোটা প্লেয়ার লাগে না। পাঁচটা, বুঝছেন ? পাঁচটা অইলেই হয়। পেনাল্টি পাইয়া গোল দিতে পারে না, আবার কথা কয়। ছ্যা !

কার্তিক। হ্যাঁ পেনাল্টি। মোহনবাগান পেনাল্টিতে গোল দেয় না। পেনাল্টিতে গোল দেয় ইস্টবেঙ্গল। ছ্যা !

নেপাল। ছ্যা !

নান্টু। ও নেপালমামা। বাঃ—রেডিওটা যে বন্ধ হয়ে আছে। (নেপাল রেডিওতে চাপড় মারে। রেডিও চলতে থাকে।)

রেডিও। পাঁচটা ফরোয়ার্ড চলেছে ইস্টবেঙ্গলের। আহা যেন পঞ্চপাণ্ডব। বল মাটি ছুঁচ্ছে না, পা থেকে মাথায়, মাথা থেকে পায়ে—কোথায় মোহনবাগান? মোহনবাগান যেন নেই মাঠে।

[নেপাল কার্তিকের দিকে চেয়ে হাসে।]

স্রোতের সামনে কুটির মতো ভেসে যাচ্ছে, নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে রাইট আউট থেকে সেণ্টার, আহা সেণ্টার নয় যেন রসোমালাই, সাবাস ইস্টবেঙ্গল! বল সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পায়ে, মোহনবাগানের তিন তিনটে হাফ ব্যাক্ কাড়তে গিয়ে চরকিবাজি খাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে, সামনে সবাই কাৎ শুধু সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর গোলকীপার ওই বাঁ পায়ের বল ডান পায়ে—এই উঠল পা—এই গো···না, না, সব গণ্ডগোল। ভোজবাজিতে পাহাড়ের মতো কে এসে দাঁড়াল সামনে। মোহনবাগানের রাইট ব্যাক্—ব্যাক্ না বৃকোদর; বিশাল বুকে বল ধরে এক ড্রপ-কিক্। কোথায় বল, কোন শূন্যে গেল হারিয়ে! দুরবীন লাগাতে হবে না কি! না, না, বল পড়েছে, মাঠ পেরিয়ে গোলের সামনে বল পড়েছে। ইস্টবেঙ্গল হল নাকি কাৎ? মোহনবাগানের সব ক'টা প্লেয়ার, ইস্টবেঙ্গলের গোলে এসে ছেঁকে ধরেছে, ঠেলে, ধরেছে, পিষে গুঁড়ো করে দিচ্ছে সব বাধা। সমস্ত মাঠ ফাঁকা। গোলের সামনে শুধু মানুষের তাল। বাহাদুর

গোলন্দাজ মোহনবাগান। বল নয়, যেন পলকে পলকে গোলা দাগছে ইস্টবেঙ্গলের গোলে, ভাঙে বুঝি গোল পোস্ট, দুর্গ বুঝি যায়। আর রক্ষে নেই। দুর্গানাম জপছে ইস্টবেঙ্গল। এই···গো···গো···গো···না, হ'ল না। রেফারির হুইসিল। হাফটাইম।

[হাফটাইমে রেডিওর রিলে বন্ধ হয়ে যায়।]

কার্তিক। জোচ্চুরি, ডাহা জোচ্চুরি গোল হতে যাচ্ছে—নির্ঘাত গোল, আর হাফ টাইমের হুইসিল।

নেপাল। হুইসিল দিব না, তা রেফারী আছে কিয়ের লাইগা? টাইম অইছে তাই হুইসিল দিছে।

হরি। টাইম হয়েছে? টাইম হয়েছে? ঠিক গোল হবার সময়েই টাইম হয়ে গেল? একেবারে সেকেণ্ড ধরা টাইম।

শিবদাস। কইতেছেন কি হরিমোহনবাবু, সেকেণ্ডটা বুঝি আর টাইম নয়। গোল হইতেছে বইলা টাইম বাড়াইয়া দিব রেফারী, আচ্ছা আবদার আপনাগোর।

কার্তিক। আমাদের আবদার না আপনাদের ঘুষ। কতটাকা খাইয়েছেন?

নেপাল। টাকা খাওয়াইছি আমরা। শোনেন হরিমোহন-বাবু; কি কথা কয় আপনার এই সোহাগের ভাইগনা!

হরি। হ্যাঁ, শুনেছি, যা বলেছে! তা আপনি অত খেপে উঠছেন কেন?

নেপাল। উঠ্‌মনা খেইপা? ক্যান খেইপা উঠছি আপনি জিগান?

হরি। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছি, ভারী এক ইস্টবেঙ্গল টিম তাই নিয়ে আবার ফুটানি। কোথায় ছিল আপনার ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান যখন শীল্ড নিয়েছিল?

নেপাল। ইস্, কবে ঘি খাইছে আঙ্গুলে এখন গন্ধ শুঁকায়। শীল্ডে অখন শেওলা ধইরা গেছে দেখেন গিয়া।

হরি। টিনের শীল্ড তো আর নয় যে শেওলা পড়বে। সে হলো আসল রুপোর। খেলে নিতে হতো।

শিবদাস। এখন শীল্ড কি না খেইলা পায়।

কার্তিক! খেলবে না কেন? ওই বারজনে খেলে, রেফারী হুইসিল দিয়ে গোল আটকায়।

নেপাল। রেফারীর হুইসিল বার বার কি কন মশায়? ইস্টবেঙ্গলরে গোল দিব সে মুরদ আছে মোহনবাগানের? কয়টা গোল দিছে আর কয়টা গোল খাইছে হিসাব কইরা দেখেন।

কার্তিক। কি হিসেব করব কি? আপনি একেবারে মারতে উঠছেন যে।

নেপাল। মারতে উঠলাম আমি? দেখেন আপনারা সবাই! ঝগড়া বাধানের ছুতাটা দেখেন।

হরি। ঝগড়াও ত আপনি বাধাচ্ছেন।

শিবদাস। আপনিও কন হরিমোহনবাবু?

নেপাল। আমি ঝগড়া বাধালাম !

হরি। হ্যাঁ অত চেঁচাচ্ছেন কেন ?

নেপাল। ওই আমার স্বভাব। চিল্লাইয়া আমি কথা কই।

হরি। ওকেই লোকে মারতে ওঠা বলে।

নেপাল। তা অইলে আমার আর এইখানে থাকনের কাম নাই। যাইতে আছি।

হরি। যাচ্ছেন ত আপনার চোতা রেডিও টাও নিয়ে যান।

নেপাল। রেডিও লইয়া যামু ? বেশ তাই যাইতে আছি।

শিবদাস। তাহলে আপনাদের সেলাইয়ের কলও নিয়ে আসেন, আন আন নেপাল।

[নেপাল ও শিবদাস বাড়ির ভেতরে চলে যায়।]

[হরি ও কার্তিক বাড়ির ভেতরে ঢোকে]

[নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ হয়। নেপাল সেলাইয়ের কল এনে মঞ্চের মাঝখানে রাখে। কার্তিক ভেতর থেকে ইস্ত্রি এনে সেলায়ের কলের পাশে রাখে। দুজনই একসঙ্গে দু'বাড়িতে ঢুকে যায়। মঞ্চে কেউ থাকবে না। দু'বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দু'দিককার জানলা দিয়ে ছাতা লাঠি, কুলো, রেশন-ব্যাগ, বই ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে মঞ্চে এসে পড়তে থাকে। পর্দা আস্তে আস্তে নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা সরে যেতে দেখা যায় হরি ও কার্তিক বসে আছে। মনোরমা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।]

হরি। কতবার বলেছি এবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চল। এ রকম জায়গায় মানুষ থাকে!

মনো। তা তোমাদের যা সব মেজাজ অন্য জায়গায় যাওয়াই ভাল, কিন্তু অন্য একটা জায়গা'ত চাই।

হরি। জায়গার আমার অভাব? কি কার্তিক! রাঙামামা, ঘোষ সাহেবের ওখানে গিয়ে উঠলেই তো হয়।

কার্তিক। তা তো হয়ই। রোজ বলছেন।

হরি। সাধাসাধি করছেন বলতে গেলে।

মনো। তা তো করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও তো একবার দেখা করতে যেতে পারলে না। একেবারে বাড়িতে গিয়ে উঠবে!

হরি। হ্যাঁ উঠব, তাতে হয়েছে কি?

মনো। বেশ তাই উঠবে। কিন্তু চল বললেই তো যাওয়া যায় না।

হরি। কেন। যায় না কেন? আমি যাব আমার খুশি। ওদের মত নিয়ে যেতে হবে নাকি?

মনো। না না ওদের মত নিতে হবে কেন? ওরা কে?

হরি। হ্যাঁ তাই বল, যেতে তাহলে বাধাটা কিসের?

মনো। না, বাধা তেমন—আর—

হরি। কিসে আটকাচ্ছে শুনি। এ বাড়িতে কি তোমার সুখ সৌভাগ্য উথলে উঠছে?

মনো। তা কি বলছি। কিন্তু যেতে গেলে এখানকার দেনা-টেনা সব মিটিয়ে যেতে হবে তো!

হরি। হ্যাঁ তাই যাব। দেনাটেনা কি এমন আছে। আর যদি থাকেও, না দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যাব নাকি! বলি আমার একটা চাকরি তো আছে। মাসে মাসে মাইনে তো পাই।

[যতীনের প্রবেশ]

আরে যতীন যে এস এস। অফিস যাবার আগে হঠাৎ হাজির?

যতীন। এদিকে এক জায়গায় এসেছিলাম। ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

হরি। বেশ করেছ। ওগো যতীনের জন্যে একটু চা-টার ব্যবস্থা কর।

[মনোরমা আর কার্তিক ভেতরে যায়।]

যতীন। না না এখন আর কিছু খাব না।

হরি। আরে সে কি হয় বস বস। কি নতুন খবর-টবর কিছু আছে নাকি? শনিবারে যখন চলে আসি তখনও তো সাহেব তোমায় আটকে রেখেছে দেখলাম।

যতীন। হ্যাঁ, মানে—না নতুন খবর কিছু নেই।

হরি। আমার কথা আর কিছু হলো নাকি?

যতীন। হ্যাঁ—না—আপনার কথা আর কি হবে। সাহেব আপনার ওপর একটু মানে—মেজাজটা তো খুব খারাপ। তার ওপর দশ হাজার টাকার অর্ডারটা ক্যানসেল হওয়ায়—

হরি। সেই সব কথা আবার তুলেছিল নাকি? আরে তখনই তো মীমাংসা একটা হলো।

যতীন। তা তো বটেই। এ ফ্ল্যাটে তো আপনার অনেকদিন কাটলো, কেমন! আপনার ছেলে এবার বি. এস. সি দিচ্ছে না?

হরি। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো? ঠিক যেন সুস্থির হয়ে বসতে পারছ না। দাঁড়াও তোমার চায়ের কি হলো দেখে আসি।

[বাড়ির দিকে এগোয়।]

যতীন। আরে না ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

হরি। ব্যস্ত তো তুমিই হচ্ছ মনে হচ্ছে। বোস।

[বাড়ির ভেতরে প্রস্থান]

হরি। (নেপথ্যে) কিগো হল?

মনো। (নেপথ্যে) হল গো হল। এতো আর মন্তরে হয়ে যায় না। নিয়ে যাচ্ছি।

(যতীন এদিক ওদিক চেয়ে একটু ইতস্তত করে, একখানা খাম রেখে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে চলে যায়। হরি বাড়ির ভেতর থেকে প্রবেশ করে।)

হরি। (সবিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে)
আশ্চর্য তো। গেলো কোথায়!

(মনোরমার চা নিয়ে প্রবেশ।)

মনো। ব্যাপার কি, তোমার বন্ধু গেলেন কোথায়?

হরি। বুঝতে পারছি না।

(চিঠিখানা দেখতে পেয়ে হাত দিয়ে তুলে নেয়।)

মনো। কিসের চিঠি?

[হরি চিঠি পড়তে থাকে]

মনো। কি চিঠি গো? অফিসের নাকি? কি হয়েছে কি?

হরি। আহা—হবে আবার কি? অফিসের একটা জরুরী কাজ, আজ আমায় করে দিতে বলেছে।

[হরি চিঠি দেখতে থাকে]

মনো। চিঠি ত' কিছু নয় বুঝলাম, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ চা-টা না খেয়ে চলে গেলেন কেন?

হরি। আহা কি বলে—হঠাৎ একটা অন্য কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, আমি পাছে পেড়াপীড়ি করি থাকতে, তাই চিঠি লিখে পালিয়েছে। তাতে আর হয়েছে কি।

[কার্তিকের ভেতর থেকে প্রবেশ]

মনো। না হলেই ভাল। (ভেতরে চলে যায়।)

হরি। অফিসের ঝামেলা, বুঝেছ কার্তিক। বাড়িতে এসে পর্যন্ত শান্তি নেই। এক এক সময় তাই মনে হয় কি জান, এ চুলোর চাকরি ছেড়েই দি। আচ্ছা রাঙামামা মানে বড় সাহেবকে বললে কিছু টাকা ধার দিতে পারে না ?

কার্তিক। ধার ?

হরি। হ্যাঁ, মানে—একটা ব্যবসা-ট্যাবসা তা হলে করি—

কার্তিক। সেটা ঠিক হবে না। বুঝেছেন দুটো পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আসল গাছটাই হারাবেন শেষে।

হরি। তা যা বলেছ।

[যশোদা শিবদাসের বাড়ি
থেকে হরির বাড়ি আসে।]

যশোদা। বড় বৌ কি ভিতরে নাকি ?

হরি। হ্যাঁ

যশোদা। তোমার লগে একটা কথা আছিল।

হরি। বলুন।

যশোদা। কইতাছি, তার আগে জিগাই তোমাগো এইসব পোলাপাইন্সা স্বভাবের মানে কি কওতো। মাঠে খেলা হইল এই লইয়া বুড়ায় বুড়ায় ঝগড়া। তোমরা কি নাম্বু রিনির সমান ?

হরি। একথা তো আপনার ভাইকেই জিজ্ঞেস করলে পারতেন।

যশোদা। ভাইরেই তো জিগাইতাছি। তা ঝগড়া কইরা তোমাগো সুখ হয় হউক। কিন্তু তার আগে আর একটা ব্যবস্থা কইরা ফেল দেখি।

কার্তিক। আপনি কি বলতে চাইছেন?

যশোদা। তোমারে তো কিছু কই নাই বাছা। তুমি এইখান থিকা যাও তো।

হরি। ও আমাদের আপনার লোক।

যশোদা। না বাপু, তোমাগোর এই আপনার লোকটি সুবিধার না। গ্রাম ছ্যাশে থাকি কিন্তু আমি মানুষ চিনি।

হরি। মাপ করবেন। গায়ে পড়ে এসব উপদেশ দিতে আসাটা বোধ হয় আপনার ঠিক হচ্ছে না। আর কি আপনি বলতে চান বলুন।

যশোদা। কইতাছি ঝগড়াঝাঁটি যদি করতেই হয়, কুটুমে কুটুমে করলে ভাল হয় না।

হরি। মানে?

কার্তিক। বুঝতে পারছেন না—আমাদের চঞ্চলের সঙ্গে ওদের প্রমীলার বিয়েব কথা বলছেন।

হরি। তাই বলছেন?

যশোদা। তা ছাড়া কি? আমি কই কি পোলা মাইয়া তুইডার চাইর হাত এক কইরা দাও। তারপর যত পার বিয়াইয়ে বিয়াইয়ে ঝগড়া কইরো।

হরি। তার মানে আপনি বলতে চান, ঐ বাড়িতে আমি

ছেলের বিয়ে দেব—ওই বাড়িতে। কেন আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে! ছেলেটিকে এমনি করে বাগিয়ে নেবেন মনে ফন্দি এঁটেছেন বুঝি? বলে দেবেন ওই শিবদাস আর নেপাল বাবুকে, সাতগাঁয়ের চৌধুরীরা অমন যার তার সঙ্গে সম্বন্ধ করে না। এখন এসে পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও কিছু হবে না। যান ওসব কথা আর কখনও বলতে আসবেন না।

(যশোদা বিষণ্ণ মনে আস্তে আস্তে ফিরে এসে শিবদাসের বাড়ি ঢোকে। ভেতর থেকে মনোরমার প্রবেশ।)

মনো। ছি ছি তোমার কি হয়েছে আজ বলত'? ভদ্রতাও ভুলে গেলে নাকি! গুরুজন বলে নাই মানো, ভাল করে কথাও বলা যায় না।

হরি। যেমন কথা শুনব তেমনি ত' বলব। বলে কিনা ওদের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে।

মনো। খুব অন্যায় কথা বলেছে! তোমার ছেলের জন্যে রাজকন্যারা সব অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে বসে আছে।

হরি। রাজকন্যা না থাক, তাই বলে—ওই—ওই—যাক গে। আমায় জ্বালিও না।

(ভেতরে যেতে থাকে।)

মনো। অফিসের চিঠিটা ফেলে যাচ্ছ।

হরি। ওঃ।

(চিঠিটা তুলে নেয়)

মনো। সত্যি করে বলতো—চিঠিতে কিছু খারাপ খবর নেই তো। অফিসে কিছু হয়েছে ?

হরি। অফিসে আবার কি হবে ? অফিসে হবেটা কি।

(জোর করে হাসতে চেষ্টা করে)

মনো। এখনও দাড়ি কামালে না ?

হরি। কামাচ্ছি কামাচ্ছি অত তাড়া কিসের ?

মনো। তাড়া কিসের। কটা বাজে দেখেছ ? কখন যাবে, স্নান করবে, খাবে, অফিসে যাবে !

হরি। তাইতো অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এক্ষুনি স্নান করে নিচ্ছি, তুমি ভাত বাড়োগে যাও।

(হরি চলে যায়। মনোরমা ও কার্তিক পেছন পেছন বাড়িতে ঢোকে। নেপাল ও যশোদাকে শিবদাসের বাড়ির সামনে দেখা যায়।)

নেপাল। আচ্ছা ! শুনছি সব। এর শোধ আমরাও লইতে পারি কিনা দেখুম।

যশোদা। চুপ কর, চুপ কর।

[কাবুলিওয়ালা প্রবেশ ক'রে হরিমোহনের দরজার পাশে বসে]

নেপাল। ক্যান চুপ করুম ? আমাগো নামে আর কি কইছে ঠিক কইরা কন।

যশোদা। কিছু না—

নেপাল। কিছু না। আপনার তো লজ্জাসরম নাই—যাইচা যান অপমান অইতে।

যশোদা। তগো আমি বুঝাইতে পারুম না। তরা শুধু ঝগড়াই কর। (ভিতরে চলে যায়।)

নেপাল। হ' তাই করুম্। অগো বাড়িভাড়ার টাকাটা ফিরত দিয়া লই আগে, তারপর ছাখেন কি করি।

[নেপাল কাবুলির কাছে এগিয়ে গিয়ে]

কারে খুঁজতে আছ যমদূত ?

কাবুলী। হরিবাবু হায় !

নেপাল। কিসের লাইগা ? কাহে ?

কাবুলী। দোরকার আছে।

[প্রমীলা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

প্রমীলা। কি হয়েছে কি ?

নেপাল। হরিবাবুরে তলাস করতে আছে।

প্রমীলা। (প্রথমে উদ্বিগ্ন হয়ে তারপর বুদ্ধি করে জোরে জোরে) মেসোমশাই মানে হরিবাবু ত বাড়ি নেই।

কাবুলী। (শুনতে পেয়ে) কেয়া বাড়ি নেহি। কাঁহা গেইছে ?

প্রমীলা। এই ত বাজারে গেল। ওই দিক দিয়ে।

কাবুলী। বাজার গেলো ! হাম হুঁয়াই পাকড়াবে

[প্রস্থান]

নেপাল। কি কস্! হরিবাবুরে বাজার যাইতে দেখছস তুই।

[নেপাল কথা শেষ না হতেই হরিমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। নেপাল বোকার মতো চেয়ে থাকে। প্রমীলা আগেই পালিয়েছে হরিবাবুকে আসতে দেখেই। হতভম্ব নেপালের মুখের ওপর মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।]

[হরিমোহনের বাড়ি]

[আলো জ্বলতেই দেখা যায় চঞ্চল মনোরমাকে ডাকছে "মা মা"। মনোরমা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।]

মনো। কখন এলি বাবা? এরই মধ্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেল!

চঞ্চল। হ্যাঁ—না ছুটি নয়—বিকেলে একটা ক্লাস ছিল, আর গেলাম না।

মনো। কেন বাবা, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

চঞ্চল। না মা, শরীর ঠিক আছে। আচ্ছা মা, বাবা—বাবা আজ অফিসে গেছেন তো?

মনো। হ্যাঁ অফিসেই তো গেলেন। কেন বলত?

চঞ্চল। না এমনি জিজ্ঞেস করছি।

মনো। আমায় লুকোস নি বাবা। কি হয়েছে স্পষ্ট করে বল।

চঞ্চল। স্পষ্ট কি বলব মা। আমিই তো জিজ্ঞাসা করছি—বাবা কিছু তোমায় বলেছেন?

মনো। না কিছুই বলেন নি। তিনি কাউকে কিছু বলবার লোক! তবে—

চঞ্চল। তবে কি মা?

মনো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি যেন একটা হয়েছে তাঁর। আজ অফিস যাওয়ার কথা, খেয়ালই ছিল না। যাবার সময় দাড়িটা পর্যন্ত কামিয়ে গেলেন না। তুই—তুই কিছু জানিস্?

চঞ্চল। না, আমি কি জানি!

মনো। আমাকে মিথ্যে বলিস নি বাবা। মনটা বড় অস্থির হয়ে আছে।

চঞ্চল। অস্থির হলে চলবে না মা। আরো অনেক দুঃখ দুর্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

মনো। কি হয়েছে চঞ্চল?

চঞ্চল। বাবাকে পার্কের কোণে চুপ করে বসে থাকতে দেখে এলাম। বোধ হয় বাবার চাক্‌রি নেই।

[দুজন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। মনোরমা ভেতরে চলে যান। তারপরে প্রমীলা বাড়ির ভেতর থেকে এসে চঞ্চলের সামনে দাঁড়ায়।]

প্রমীলা। আপনি দু'দিন কিন্তু পড়াতে যান নি?

চঞ্চল। না। আর তোমাকে পড়াতে যাব না।

প্রমীলা। কেন?

চঞ্চল। কেন? আমার সময় নেই বলে। তোমায় পড়িয়ে কোন লাভ নেই বলে। (প্রমীলা হাসতে থাকে।) সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার দ্বারা পড়াশুনা হবে না।

আজ বুঝছি ঠাট্টার ছলে সত্যি কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে ছিল। আমার পড়াতে যাওয়ার ও-তামাশার তাই আর দরকার নেই।

প্রমীলা। (নরম সুরে) আমি কি পড়াশুনা করি না ?

চঞ্চল। না করলে বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু পড়াশোনার এ ভান তার চেয়ে খারাপ। তোমার অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। মামা—মামীমা আদর দিয়ে মাথায় করে রেখেছেন। শুনেছি তোমার বিয়ের পণ পর্যন্ত মামীমা যা জমিয়ে রেখেছেন তাতে অনায়াসে বড়লোকের ঘরে তোমার বিয়ে হবে। অতএব জীবনটাকে অনায়াসে তুমি তামাশা মনে করতে পার। কিন্তু আমি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাকে খেটে খেতে হবে। তোমার তামাশার জন্যে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। সে সময়টা অন্য কাউকে পড়ালে হয়তো আমাদের সংসারে সাশ্রয় হবে। আজ থেকে সুতরাং আর আমি যাব না।

[চঞ্চল উঠে বাড়ির ভেতর চলে যায়। প্রমীলা আস্তে আস্তে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিবদাসের বাড়ির সামনে এসে বসে, কান্না সামলাতে পারে না। দু'চোখ ভরে তার জলের ধারা নেমে আসে। নেপাল ভেতর থেকে এসে প্রমীলার পেছনে দাঁড়ায়।]

নেপাল। কি হইছে কি ? এতো ভাল মজা দেখতে আছি।

কথা কইলে জবাবই দেয় না। ও মিলু কানতে আছ ক্যান? আমি বুঝছি। চঞ্চলের গলার আওয়াজ শুনলাম। নিশ্চয় কিছু কইছে। আমাদের মাইয়্যারে ক্যান ও কথা শুনাইয়া যাইবো।

শিবদাস। (নেপথ্যে) কে—কথা শুনাইয়া গেল কে?

নেপাল। ওই ওবাড়ির চঞ্চল। কি কইছে মিলুরে—সে তো কানতে আছে।

শিবদাস। চঞ্চল! চঞ্চল মিলুরে যা তা বলছে! এত বড় আস্পর্ধা। এ বাড়িতে অখন হইতে আর ঢুকতেই দিমু না।

তরলা। (নেপথ্যে) ঢুকতেই দিবা না। ভালো কথা, সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা তাহলে করো।

[প্রমীলা চলে যায়—]

নেপাল। যা বাড়ির ভিতর।

[কার্তিক হরির বাড়ির দিকে যেতে থাকে।]

নেপাল। এই যে কার্তিকবাবু। এই নেন দুইশ টাকা। হরিবাবুরে দেন গিয়া। কইবেন সুদ যদি লাগে তাও দিমু।

কার্তিক। বেশ তাই বলব।

[নেপাল তাদের বাড়িতে চলে যায়। কার্তিক টাকাটা নিয়ে হরির বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকাটা পকেটে ভরে' কার্তিক একটু অপেক্ষা করে সোজা বাইরের দিকে চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে জীর্ণকোট পরা মিঃ ঘোষ প্রবেশ

করে। শিবদাসের বাড়ির কড়া নাড়তে থাকে। ভেতর থেকে নান্টু বেরিয়ে আসে।]

নান্টু। কাকে চান?

মিঃ ঘোষ। হরিমোহনবাবু এ বাড়িতে থাকেন?

নান্টু। না। ঐ পাশের বাড়ি।

ঘোষ। ও, একটু ডেকে দেবে বাবা?

নান্টু। আমাদের সাথে যে ঝগড়া।

ঘোষ। (হেসে) ঝগড়া? কি নিয়ে?

নান্টু। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা নিয়ে।

ঘোষ। তাই না কি (জোরে হেসে) বেশ তাহলে তোমাকে আর ডাকতে হবে না।

[ক্লান্ত শরীরে হরিমোহন বাইরে থেকে প্রবেশ করে]

নান্টু। ঐ তো এসেছেন। আপনাকে খুঁজছেন এই ভদ্রলোক।

হরি। আমাকে? একি রাঙামামা! আসুন আসুন এই দিকে—

[হরি মিঃ ঘোষকে নিয়ে তার বাড়ির সামনে যায়]

মিঃ ঘোষ। ছেলেটি বেশ কথা বলে তো। শোনো তোমার চিঠি পেয়েছি। আর মিনিট পনের অপেক্ষা করলেই আমার দেখা পেতে—

হরি। অফিসের কাজে একটু তাড়া ছিল। রোজই আপনার ওখানে যাব যাব মনে করি—

ঘোষ। মনে করো। এ দেশে ফেরবার পর বছর পাঁচেক আগে হোটেলে একবার দেখা করেছিলে মনে পড়ে। তারপর এতদিন যে ও বাড়িতে আছি ভুলেও একবার যেতে নেই?

হরি। আজ্ঞে যখন-তখন আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস হয় না।

ঘোষ। বিরক্ত করতে সাহস হয় না, চমৎকার excuse! বুড়ো মানুষ নিজের দেশে পরবাসী হয়ে আছি। তোমরা কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হবো।—না হরিমোহন, তোমাদের আসল মনের কথা আমি জানি, you all hate this old man! আমার অনেক টাকা থাকলে আত্মীয়-স্বজনেরা হয়তো তবু খোঁজখবর করতো।

হরি। এ সব আপনি কি বলছেন?

ঘোষ। অনেক দুঃখে বলছি হরিমোহন, সত্যি কথাই বলছি। বিলেত ফেরৎ সাহেব হয়ে যে জীবন কাটিয়েছে বুড়ো বয়সে অর্থ যদি তার না থাকে তা হ'লে তার মতো অভাগা আর কেউ নেই। ঘরপর সবাই তাকে এড়িয়ে যায়।

হরি। এ ধারণা আপনার ভুল!

ঘোষ। ভুল হ'লে খুশি হতাম হরিমোহন—ভুল প্রমাণ করবার জন্য নিজেও কম চেষ্টা করি নি। যখন যা পেরেছি আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে-আপদে সাহায্য করেছি। কিন্তু তার বদলে তোমারই মতো কেউ একবার একটু দেখতে যাওয়াও প্রয়োজন মনে করে নি।

হরি। কিন্তু আমি তো—

ঘোষ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না হরিমোহন। সামান্য যা কিছু তোমার বিপদে কার্তিকের হাতে পাঠিয়েছি তা ফেরতও চাইছি না। কিন্তু আমারও তো ঐ পেন্সনটুকু সম্বল।

হরি। কার্তিককে দিয়েছেন? কার্তিককে আমার জন্য কত টাকা আপনি দিয়েছেন!

ঘোষ। সে হিসেব করে কি লাভ হরিমোহন, সে টাকা ত আমি ফেরত চাই না। I want to be left alone now, to die in peace—to die in peace. চিঠিতে তুমি যে সাহায্য চেয়েছ, তা আর আমার দেবার উপায় নেই। তুমি আশায় থাকবে অথচ আমি দিতে পারব না, সেই জন্যেই আমার কষ্ট করে তোমায় জানাতে আসা।

হরি। আমি লজ্জিত ঘোষ সাহেব।

ঘোষ। লজ্জিত হবার কিছু নেই হরিমোহন। আমার থাকলে নিশ্চয়ই আগে যে রকম পেয়েছ সেরকমই দিতাম। আমি উঠি তাহ'লে—

হরি। একটু চা মিষ্টি না খেয়েই—

ঘোষ। না দেরি করা চলবে না। রাত্তিরে চোখে ভাল দেখতে পাই না। (যেতে যেতে) একদিন বৌমাকে সঙ্গে করে এসো।

[মিঃ ঘোষ চলে যান। হরি চুপ করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। মনোরমার ভিতর থেকে প্রবেশ।]

মনো? কখন এলে?

হরি। এই মাত্র।

মনো। এত রাত্রে আর স্নান করে কাজ নেই। আমি খাবার দিচ্ছি। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

হরি। হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি যে কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

মনো। কি জিজ্ঞাসা করব!

হরি। কি করবে? কেন এত রাত হ'ল তাও জিজ্ঞাসা করবে না? জিজ্ঞাসা করবে না এতক্ষণ কোথায় ছিলাম!

মনো। না, কোনদিন ত রাত হয় না, আজ যখন হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

হরি। বাস ওইটুকু জেনেই খুশি! খুব ভালো! কিছু জানতে চেয়ো না, কিছু না। আজ মাইনের দিন ছিল মনে আছে নিশ্চয়, কেন মাইনে আনি নি তাও জানতে চাও না বোধ হয়। তবু বলছি শোন, জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ জুয়া খেলে। কাল পাওনাদার যখন আসবে, হাটে বাজারে পাঠাতে হবে, এই কথাই বলে পাঠিও। বাড়িওয়ালাকেও কথা শুনিও! ভাড়া আর তাহলে বোধহয় চাইবে না।

মনো। আজ এসব কথা থাক। তুমি খেতে এসো।

হরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি। খেতে ডাকলে নিশ্চয় যাব, কিন্তু খেতেই ডেকো—বাজারের পয়সা আর চেয়ো না বুঝেছ। আমি দেব না।

মনো। বেশ দিও না। যা জোটে তাই দিয়েই চালাবার চেষ্টা করব।

হরি। তাই চালিও। কাল নয় পরশু নয়, দিনের পর দিন তাই চালাতে হবে।

শিবদাসের বাড়ি

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বললে দেখা যায়, নেপাল, বাইরে থেকে, 'দিদি দিদি' ডাকতে ডাকতে মধুকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করছে। ভেতর থেকে তরলা ও যশোদা বেরিয়ে আসে।]

তরলা। কিরে ন্যাপলা, রাস্তা থিকা চিক্কুর পাড়তাছস্ ক্যান।

[নেপাল ও মধুর প্রবেশ]

নেপাল। আয় আয় চলে আয়। এই নাও দিদি চাকর তালাস করতে কইছিলানা। তাই তোমাদের লাইগ্যা আনছি।

যশোদা। সে কি! ওতো মধু—অগো বাড়ির চাকর!

নেপাল। হ অগো চাকর। মাইনা দিতে পারে না আবার চাকর রাখবার ফুটানি। মধু অগো কাম ছাইর‍্যা দিছে। অগো চোখের উপর অরে রাইখ্যা দেখাইয়া দিমু।

তরলা। আচ্ছা তুমি থাম তো। কাজ ছাইর‍্যা দিছ মধু?

মধু। কি করব মা। মাইনেও পাব না, তার উপর আধপেটা খেয়ে কতদিন চালাব!

যশোদা। মনিবের মিথ্যা নিন্দা কইরো না মধু। বিনা মাইনেতে আধপেটা খাইয়াই কি এতকাল কাজ করছ?

মধু। তা কেন বলব মা। এতদিন যে মনিবের নিন্দে কোনদিন করেছি। কিন্তু এখন যে ওদের নিজেদের জোটে না তা—আমার করবেন কি ?

নেপাল। কি কস তুই! অগো জোটে না আবার কি! ওসব তরে ফাঁকি দিবার বাহানা।

মধু। না মামাবাবু, কি ওঁদের হয়েছে জানি না কিন্তু এমন দস্যিদশা কখনও দেখি নি। ও সেলাই-এর কল থেকে কত কিছু ত বিক্রি করতে দেখলাম এই ক'দিনে।

[শিবদাস বাড়ির ভিতর থেকে এসে যোগ দেয়।]

নেপাল। ঘরের জিনিস বিক্রি করতে আছে! ক্যান? হরিবাবুর কি ভীমরতি ধরছে না কি!

শিব। সেই রকম কিছু হইছে বোধহয়। কাইল অফিস থিকা বাইরের কাজে যাইতে হইছিল। ট্রামে যাইতে যাইতে দেখি রাস্তার এক ল্যাম্পোস্টের কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। যেন খেয়ালই নাই।

নেপাল। অফিসে না গিয়া রাস্তায় খাড়াইয়া আছে! মাথা সত্যি খারাপ হইছে বোধ হয়। এতো ভাল কথা না।

যশোদা। সত্যি ভাবনের কথা শিবু, তোমরা একটু খোঁজ লও।

নেপাল। খোঁজ আবার কি নিমু। আমাগো খবর কে কত লয়, আমরা খোঁজ নিমু। অগো যা হয় হউক, আমাগো তাতে কি ?

[কাবুলীওয়ালা প্রবেশ করে হরির দরজা ধাক্কা দেয়।]

শিবদাস। দেখছ? কাবুলী। তা আইবোনা কেন? ধার কইরা টাকা না দিলে কে ছাড়ে। বেশ হইছে আমি খুশি হইছি।

[প্রমীলার প্রবেশ]

যশোদা। যা গো মিলু, হরিমোহনের অফিসে একটা ফোন কইরা আয় যে দরজায় কাবুলী বইস্যা আছে। তাড়াতাড়ি যা—

(প্রমীলা চলে যায়। রিনি দরজা খুলে দেয়।)

রিনি। বাবা তো বাড়ি নেই।

কাবুলী। জরুর ঘরমে আছে। হামি অফিস গিয়েছে সেখানে ভি নেই, বাড়িতে ভি নেই, তবে যাবে কোথা? হামি এইখানে দিনভর বৈঠে থাকবে। দেখে বাহার হোয় কি না, রুপয়া না লিয়ে আজ হাম যাবে না।

[রিনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে একটু ফাঁক করে কাবুলীকে দেখতে থাকে। কাবুলী দরজার পাশে বসে।]

নেপাল। আমাগো সাথে ঝগড়া, তাই। না হইলে দরজায় খাড়াইয়া জুলুম করন বাইর কইরা দিতাম।

যশোদা। বাড়িতে মাইয়াটা বৌটা ভয়ে মরতাছে। ঝগড়া বইলা এই রকম সময়েও তরা চুপ কইরা থাকবি।

নেপাল। থাকমুইতো। কিয়ের খাতির আমাগো লগে।

শিব। তোমারে যখন অপমান করছিল তখন মনে আছিল না।

যশোদা। থাউক, তগো যা ভাল মনে হয় কর। মিলুরে পাঠাইছি, সেই সব ব্যবস্থা করবো।

নেপাল। মাইয়াপোলার ব্যবস্থায় আর কাবুলী বিদায় হয় না। উপযুক্ত ঔষধ চাই।

তরলা। তোমরা যখন কিছু পারবা না তখন মিলু যা পারে তাই করুক।

নেপাল। বেশ তাই করুক।

[প্রমীলার প্রবেশ]

প্রমীলা। ফোন করলাম পিসিমা।

নেপাল, শিব। কি কইল!

প্রমীলা। কইব আবার কি? মেসোমশাই অফিসে নাই।

শিব। অফিসে নাই।

প্রমীলা। না, অফিসের লোক কইল তিনি নাকি অনেক দিন থিকা অফিসে আসেন নাই। তাঁর চাকরিই নাকি নাই।

সকলে। চাকরি নাই—!

[সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে]

যশোদা। (ধরা গলায়) তাই এমন কইর‍্যা অগো দিন চলতাছে। কতদিন গইর‍্যা জিনিস বেইচ্যা আধপেটা খাইয়্যা চালাইতাছে কে জানে।

[যশোদা ভেতরে চলে যায়। পেছন পেছন তরলা ও মধু অনুসরণ করে।]

শিব। চাকরি যে নাই তা—আমাগো কইছে কোনদিন!

নেপাল। আমরা জানুম কেমনে। নিকুচি করছে ঘটির দেমাকের।

(শিবদাস ও নেপাল কাবুলীর কাছে এগিয়ে যায়।)

শিব। এই—ক্যা মাঙ্‌তা—হিঁয়া ?

নেপাল। এখানে খাড়াইয়া আছ কেন ? যাও—

কাবুলী। রুপয়া মাঙ্‌তা—রুপয়া। টাকা ধার লিয়ে ঘরে লুকিয়ে বৈঠে আছে তাই খাড়া আছে।

নেপাল। তাই খাড়াইয়া আছে ?

শিব। জুলুম করনের আর জায়গা পাও নাই ?

নেপাল। যাও এহান অইতে। অহন কেউ ঘরে নাই।

শিব। দরজায় দাঁড়াইয়া শাসাইলে বাইর কইরা দিমু।

কাবুলী। বাঃ বাঃ—ই-কৈসা বাত ! টাকা ধার লিয়ে ফাঁকি দিয়ে ভাগবে আর হামি কুছু করবো না ?

নেপাল। কি করবা কি ? যাও নালিশ কর গিয়া—যাও।

শিব। দরজায় দাঁড়িয়ে জুলুম করবা নাকি তাই !

নেপাল। তোমার টাকা লইয়া কেউ ভাগব না !

শিব। কত টাকা তোমার ধার শুনি ?

কাবুলী। পাঁচশ' রুপয়া। ঝুটমুট হামি খাড়া রহেগা কাহে ?

শিব। বেশ ! বেশ ! টাকা তুমি তোমার পাইব্যা।

নেপাল। টাকা না দিয়া কেউ পলাইব না। এই কইয়া দিলাম।

শিব। কইয়া যাও কি তোমার ঠিকানা।

কাবুলী। ঠিকানা কি হোবে। কুলুটোলামে থাকে। পুছবে আগা সাহেবের গদি দেখিয়ে দেবে। লেকিন টাকা মিলবে কেইসে ?

নেপাল। মিলবে ঝন্ঝন কইরা।

শিব। তুমি এখন কাইট্যা পড়ো দেখি ভালোয় ভালোয়।

কাবুলী। আচ্ছা আমি চলছি, লেকিন এ হপ্তামে রুপয়া না মিললে রাস্তায় হামি কাপড়া ছোড়াকে ··

নেপাল। তবেরে তোর—

[কাবুলী তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায়।]

শিব। দেখছ কাণ্ডখানা। এদিকে চাকরি নাই, তার উপর পাঁচশ' টাকা ধার।

নেপাল। কইয়া তো দিলাম টাকা মিলব। অখন করবেন কি ?

শিব। টাকার জোগার করতেই হইব। আসো আমার লগে।

[শিবদাস ও নেপাল বাইরে চলে যায়। চঞ্চল বাইরে থেকে বাড়ির দিকে যায়।—]

প্রমীলা। দাঁড়ান। চলে যাচ্ছেন যে। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা কইতে কি আপনার আপত্তি ?

চঞ্চল। কথা আর না কওয়াই ভাল।

প্রমীলা। কেন, সে সম্পর্কটুকুও কি আর নেই ?

চঞ্চল। সম্পর্ক তো সত্যিই কিছু নেই।

প্রমীলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি শুধু দরকারে — মুখের একটা কথাতেই তা বাতিল হয়ে যায়।

চঞ্চল। আমাদের যা সম্পর্ক, তা থাকলেই কি আর না থাকলেই কি !

প্রমীলা। আপনি তা মনে করতে পারেন, আমি করি না। শুমুন আজ আমি সব জানতে পেরেছি। আপনার বাবার চাকরি নেই। পাওনাদার বাড়ি বয়ে এসে আপনাদের অপমান করে যাচ্ছে।

চঞ্চল। বাবার চাকরি নেই—পাওনাদার বাড়ি বয়ে অপমান করে যাচ্ছে। কথাগুলো শোনাতে বেশ লাগছে, না ?

প্রমীলা। ওঃ, চুপ করবে তুমি। এই কি কথা দিয়ে বিঁধোবার সময় ? মানুষের মন বলে কি তোমার কিছু নেই ? আমরা তোমাদের কেউ না হতে পারি, কিন্তু তোমার মা-বাবাকে আমি ভক্তি করি, ভালবাসি, তোমাদের বাড়ি নিজেদের থেকে আলাদা মনে করি না। তুমি অপমান করতে চাইলেও এ বিপদে আমার যা করবার আমি না করে পারব না। (গলার নেকলেস খুলে) আমার কিছুই ক্ষমতা নেই। এইটে নিয়ে গিয়ে যেখানে হোক বিক্রি করে তোমার বাবার দেনা এখুনি মিটিয়ে এস।

চঞ্চল। তোমার গয়না বিক্রি করে পাওনাদারদের দেনা মেটাব !

প্রমীলা। কেন মেটাবে না ? তোমার বাবার সম্মানের চেয়ে কি এ গয়নার দাম আমার কাছে বেশি ?

চঞ্চল। কিন্তু বাড়িতে কি কৈফিয়ৎ দেবে ?

প্রমীলা। দেবার দরকার হবে না, আর হ'লে মিথ্যে বলব না।

চঞ্চল। কিন্তু তোমার গয়না আমি নেব কেন ? কোন্ অধিকারে ?

প্রমীলা। কোন অধিকার কি নেই ?

চঞ্চল। না, নেই। তোমারও দেবার নেই। আমারও নেবার। তবুও তোমার এই দিকে চাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

(চঞ্চল যেতে থাকে।)

প্রমীলা। ধন্যবাদ! এত অহঙ্কার তোমার কিসের ? জেনে রাখো অধিকার থাকলেও তো নেবার ক্ষমতা চাই। আজ বুঝলাম সে ক্ষমতাও তোমার নেই।

[প্রমীলা কান্নাভরা গলা নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। চঞ্চল একটু পরে ভেতরে যায়। বাইরে থেকে নেপাল ও শিবদাস কথা বলতে বলতে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।]

শিব। দু' পাঁচ টাকা ত নয়। পাঁচশ' টাকা। চাইলেই আমাগো দিব

নেপাল। তা হইলে এখন উপায় তো শুধু--

[তরলা একটা জিনিস নিয়ে বাইরে আসে।]

তরলা। কি ব্যাপার আইজ! শালাভগ্নিপতিতে কি শলা-পরামর্শ হইতাছে।

নেপাল। শলাপরামর্শ—কি যে কও ?

[তরলা ভেতরে যায়।]

শিব। যা করনের আইজই কইরা ফেলতে অইব এই বৈকাল ছাড়া আর সুবিধাও নাই—অন্য সময়। নইলে একবার সন্দেহ হইতে শুরু করলেই—

[নাসু খেলার জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে আসে।]

নেপাল। তর মায়ে কি করেরে নাসু।

নান্নু। কে জানে।

[নান্নু বাইরে চলে যায়।]

শিব। তুমিই যাও নেপাল।

নেপাল। আমি? না, না আমি পারুম না। আপনে যান।

শিব। আমি যামু? কিন্তু হঠাৎ যদি আইসা পড়ে?

নেপাল। আরে আইলে আমি সামলামু'খনে।

শিব। কিন্তু এমন অসময়ে আমি, হঠাৎ ঘরে যাইতাছি ক্যান?

নেপাল। আরে মাথা ধরছে আপনার। মাথা ধরেছে তাই—

[তরলা পুনরায় বাইরে আসে।]

তরলা। মাথা ধরল আবার কার?

নেপাল। এই জামাইবাবুর। দারুণ মাথা ধরছে।

তরলা। ঐ তো বেশ আছিল। হঠাৎ মাথা ধরল কি কইরা?

শিব। তাই তো ভাবতাছি। হঠাৎ কেমনে মাথা ধরল—

নেপাল। আপনে শুইয়া পড়েন গিয়া।

শিব। শুইয়া পড়ুম তুমি কইতাছ?

নেপাল। হঃ তাই।

তরলা। এত মাথা ধরা যে শুইয়া পড়তে হইব। তার থিক্যা এস্‌পিরিন খাওনা।

নেপাল। না, না অমন কইরো না, হার্ট খারাপ হইব। আপনি শুইয়া পড়েন গিয়া।

তরলা। তাই পড় তা হইলে।

[তরলা ভেতরে যায়]

নেপাল। আর দেরি করেন ক্যান, যান।

শিব। কিন্তু কোথায় রাখে তা তো জানি না।

নেপাল। আরে রাখব আর কই? ঘরে কয়টা লোহার সিন্দুক আছে? আপনি দেখেন না গিয়া, আমি এই দিক সামলাইতে আছি।

নেপাল শিবদাসকে ঠেলে পাঠায়। একটু পরে তরলা লেবু-জল নিয়ে প্রবেশ করে।]

তরলা। শুইতে গেছেন বুঝি? যাই লেবুর জলটা দিয়া আসি।

নেপাল। আরে আরে তুমি ক্যান দিদি। আমি দিতে আছি।

[তরলা নেপালের হাতে গ্লাস দিয়ে চলে যায়।]

নেপাল। (চাপা গলায়) জামাইবাবু, জামাইবাবু একটু জানলার কাছে আসেন।

[শিবদাস জানলায় এসে দাঁড়ায়।]

শিব। কি! ডাক কেন?

নেপাল। লেবুর জল! খাইয়া ফেলান?

শিব। আমি এখন এই একগ্লাস লেবুর জল গিলুম! না না আমি পারুম না। ও তুমি খাও।

নেপাল। আমি, আমারে খাইতে অইব। আচ্ছা আমিই খাইতাছি।

[শিবদাস চলে যায়। নেপাল কোনরকমে মুখ বিকৃত করে গেলাস ভর্তি লেবুজল খায়। তরলা বেরিয়ে আসে।]

তরলা। তোমার জামাইবাবুর মাথাধরা কিরকম, লেবুর জল খাইছে? [নেপাল মাথা নেড়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দেয়।] —চুপ কইরা শুইয়া থাকতে কও কিছুক্ষণ। না সারলে পরে আর একগ্লাস আইনা দিমু।

[তরলা ভেতরে যায়। শিবদাস জানলায় মুখ বাড়ায়।]

শিব। নেপাল আর একগ্লাস!

নেপাল। হ, থামুন আমি। আপনি তাড়াতাড়ি কাম সাইরা ফেলেন। আমি পাহারা দিতেছি।

[শিবদাস চলে যায়। নান্তু বাইরে আসে। নেপাল বাইরে থেকে জানলা বন্ধ করে।]

নান্তু। ওকি জানলা বন্ধ করছ কেন?

নেপাল। চুপ, জামাইবাবুর মাথা ধরছে, গোল করিস না। একদম চুপ!

[নান্তু চলে যায়।]

নেপাল। [জানলায় চাপা গলায়] তাড়াতাড়ি কাজ সারেন।

[যশোদা বেরিয়ে আসে। পেছনে তরলাকেও দেখা যায়।

যশোদা। ওকি চোরের মতো কি করতাছস্ ঐখানে?

নেপাল। এই জামাইবাবু এখানে ঘুমায় কিনা!

যশোদা। ঘুমায়? এই বৈকাল পাঁচটায় ঘুমায় কি? কি হইছে শিবুর?

তরলা। ওঁর হঠাৎ মাথা ধরছে। আইচ্ছা আমরা একটু ঠাকুর বাড়ি থিক্যা আইতাছি। তুমি বাড়ি আছ ত?

নেপাল। আছিনা! আমি তো বাড়িতেই আছি! তোমাগো যত খুশি দেরি কইরা আসনা।

[যশোদা ও তরলা বাইরের দিকে চলে যায়।]

কাজ শুরু করছেন—

[ভেতর থেকে নান্টু আসে।]

নান্টু। কি করছ নেপাল মামা!

নেপাল। তর তাতে কি কাম, যা যা দেখি।

[নান্টু দৌড়ে বাইরে যায়। তরলা ও যশোদা ফিরে আসে।]

কি ফিরা আইলা যে?

তরলা। একটা জিনিস নিতে ভুইল্যা গেছি।

[তরলা ভেতরে চলে যায়। ঘরের মধ্যে ট্রাংক খোলার শব্দ। দুএকটা বাক্স পড়ে যাওয়ার শব্দ। নেপাল শব্দ ঢাকার জন্য গান ধরে।]

নেপালের গান

ওই আসে ওই আসে আসে ওই
দিকে দিকে শোনো ওই হৈ হৈ
কোটালের বান ওকি? না তুফান?
সাবধান ওকে সব সাবধান!

গেল বুঝি ভেস্তে সব প্ল্যান,
চেঁচিয়ে বলছি তাই পই পই।
আরে আরে হুড়মুড় দুদ্দাড়
ভেঙে চুরে সব বুঝি ছারখার,
ক্রুম ক্রুম, তা না, না, না ক্রুম ক্রুম
ভেঙে গেল বুঝি কার কাঁচা ঘুম
ধা-ধা-ধিন ধা-দিন বড় বিচ্ছিরি দিন
হায়রানি হল ঢের মাল কই ?
আসল সে মাল কই ?

নান্নু। (ফিরে এসে) তুমি না বললে বাবার মাথা ধরেছে ! গান গাইছ যে।

নেপাল। গাইছি ত তোর কি—ফাজিল পোলা কোথাকার !

[নান্নু একটা লাটাই নিয়ে বাইরে যায়।]

শিব। (করুণ সুরে ভেতর থেকে) অ নেপাল, পাইনা যে।

[যশোদা বেরিয়ে আসে।]

যশোদা। ব্যাপার কি, শিবুর মাথা খারাপ হইছে না কি ?

নেপাল। না মাথা ধরছে।

যশোদা। মাথা ধরছে তো বাক্স উল্টাইয়া কি করতাছে। ও—শিবু—শিবু—বাইরে আয় বাইরে আয়—।

[শিবদাস বাইরে এসে দাঁড়াতে দেখা যায় তার মাথা ভর্তি ময়লা ঝুল—]

তরলা। ওষুধ খুঁজছিলেন বোধ হয়।

নেপাল। হ, হ, তাই খুঁজতে আছিল।

তরলা। কিন্তু যা খুঁজছিল তা তো ওইখানে নাই (একটা পুঁটলি দিয়ে) দেখ দিকি এইটে কি না?

শিব। এটা! কি কয়?

যশোদা। পাঁচশ' টাকা। পাঁচশ'ই দরকার যেন শুনছিলাম।

শিব। কিন্তু তুমি নিজে থেকে···

(শিবু ও নেপাল পরস্পরের দিকে বোকার মতো চেয়ে হাসতে থাকে)।

[পর্দা নেমে আসে। যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ হয়। পর্দা আবার ওঠবার পর দেখা যায় মঞ্চে রাত্রের অন্ধকার। হরিমোহনের বাড়ির সামনে কথা শোনা যায়।]

হরি। দেখ, কিছু ভুলে ফেলে যাচ্ছ না ত?

মনো। না, সবই চঞ্চল বাইরে নিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা তো বলছ না?

হরি। কোথায়? কলকাতা কত বড় তাতো তুমি জান না। গড়াতে গড়াতে নেমে যাবার অঢেল জায়গা এখানে আছে। এমন জায়গায় অদ্ভুত যাব যে কার্তিকের মতো আপনার লোক যার খোঁজ পাবে না, ওদের মতো পড়শীর মুখ যেখানে দেখতে হবে না।

মনো। এ সব তুমি কি বলছ। ভগবান আমাদের উপর বিরূপ

হয়েছেন। কিন্তু তাতে কার্তিকেরই বা দোষ কি, ওরাই বা কি করেছে ?

হরি। কি করেছে! আমার নাম করে কার্তিক কতবার রাঙামামার কাছে টাকা চেয়ে এনেছে জানো? আর ওরা —ওরা মানুষ হলে নিজে ধার করে বিপদে যা দিয়েছি ঐসময়ে তা না দিয়ে থাকতে পারত ?

মনো। কিন্তু ওরা জানবে কি করে ? তুমি তো ওদের কাছে চাও নি।

হরি। আমি চাইব! ধার দিয়ে আমি টাকা চাইব! চৌধুরী বংশের কেউ দিয়ে টাকা চায় না বুঝেছ। আমাদের কুষ্ঠিতে তা নেই। সে ওরা পারে—ওই ওরা—

[মনোরমা কোন কথা না বলে ভেতরে গিয়ে ঘুমন্ত রিনিকে তুলে নিয়ে আসে।]

মনো। রিনি রিনি ওঠ।

হরি। ওঠ রিনি উঠে পড় (রিনির কাছে এসে চাপা গলায়) আমাদের যেতে হবে এখুনি।

[রিনি চোখ ডলতে ডলতে কোল থেকে নেমে দাঁড়ায়। তারপর মনোরমার শাড়িতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

মনো। ওকি কাঁদছিস্ কেন রিনি। কাঁদবার কি হয়েছে। আমরা কত ভাল জায়গায় যাচ্ছি।

[রিনি আরও জোরে কাঁদতে থাকে।]

হরি। মাল ত সব তোলা হয়েছে। চঞ্চল করছে কি?

[হরি দ্রুত বাইরে যায়। মনোরমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। একটু পরে হরির প্রবেশ।]

বাঃ বাঃ, মা-বেটিতে কাঁদবার আর সময় পেলে না। এদিকে কি যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। এখনও চঞ্চল আসছে না কেন?

চঞ্চল। (ব্যস্ত হয়ে ঢুকে) বাবা, সর্বনাশ হয়েছে!

হরি ও মনো। কি হয়েছে!

চঞ্চল। যে লরীতে সমস্ত মাল তুলেছি সেটা কোথায় চলে গেছে।

হরি। সে কি!

চঞ্চল। সব মাল আগে তুলে দিয়ে আমি ছুটো পুঁটলি নিতে এসেছিলাম। সে ছুটো নিয়ে গিয়ে দেখি লরীটা নেই। চারদিকে কত খুঁজলাম, কোথাও দেখতে পেলাম না।

হরি। এখন উপায়?

চঞ্চল। থানায় এক্ষুনি খবর দেওয়া দরকার।

হরি। থানায় খবর দেবে? কি খবর দেবে, যে পাওনাদারের ভয়ে আমরা রাত্রে লুকিয়ে পালাচ্ছিলাম? মুখে চুনকালির আর কিছু বাকী থাকবে তা হলে? চল দেখি।

[বাড়িওয়ালার প্রবেশ।]

বাড়িওয়ালা। এই যে হরিবাবু, এত রাত্রে যাচ্ছেন কোথায়? ঘরটা কেমন যেন অন্যরকম ঠেকছে। কিছু মনে করবেন

না। তাইত' আপনাদের জিনিসপত্র সব গেল কোথায় ?

হরি। দেখতেই পাচ্ছেন, জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলেছি।

বাড়িও। সরিয়ে ফেলেছেন কেন ?

হরি। এখানে থাকব না বলে। আমরা চলে যাচ্ছিলাম।

বাড়িও। সে কি, আমাদের কিছু না বলে কয়েই চলে যাচ্ছিলেন। এটা কি ভাল হরিবাবু!

হরি। না ভাল নয়। কিন্তু আপনাকে খবরটা দিলে কে ?

বাড়িও। খবর—।

[কার্তিক হন্তদন্ত হয়ে বাইরে থেকে ঢোকে]

কার্তিক। কি ব্যাপার ছোটমামা ? হঠাৎ এতরাত্রে এমন করে ডেকে পাঠানোর মানে !

হরি। আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি ?

কার্তিক। আপনার নাকি ভয়ানক জরুরী দরকার, এই রাত্রে না এলেই নয়। বড় সাহেবকে অন্তত সেই কথা কে বলে এসেছে। আমি বাড়ি ফিরতেই তিনি জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

হরি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কার্তিক। আপনিও বুঝতে পারছেন না! তা হ'লে এর মানে কি ? বড়সাহেব তো আমার সঙ্গে রসিকতা করেন নি।

হরি। না করাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর অনেক কথার মানে

খুঁজতে না যাওয়াই ভাল। আমি সেদিন অন্তত যা শুনেছি·····

কার্তিক। ও আপনি শুনেছেন! বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তা হ'লে? বয়স হয়ে বড় সাহেবের ওই এক রোগ হয়েছে। একটু আবোল-তাবোল কথা বলেন। ওঁর ধারণা আমি আপনাকে দেবার নাম করে ওঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। কি আজগুবি কথা ভাবুন তো!

নেপাল। হু! বড় সাহেবের কথা তো আজগুবি।

[শিবদাস ও নেপাল বেরিয়ে আসে।]

নেপাল। কিন্তু আমাগো দেওয়া টাকাটাও কি তাই? দু'ইশ টাকা যে হরিবাবুর জন্য আপনারে দিছি হেইটাও কি আমাগো ভুল ধারণা!

কার্তিক। এসব—মানে—এসব কিরকম!

হরি। আপনারা—কার্তিককে দু'শ টাকা দিয়েছেন?

নেপাল। দিছি কবে না!

কার্তিক। এসব—এসব আমাকে অপমান করবার ষড়যন্ত্র। সেই জন্যেই মিথ্যে করে আমায় ডাকানো হয়েছে। আমি বুঝেছি।

চঞ্চল। বুঝে থাকলে আর তোমার এখানে না থাকাই ভাল কার্তিকদা। আর কোনদিন আসাটাও বোধ হয় নিরাপদ নয়।

কার্তিক। ওঃ আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

[কার্তিক যেতে থাকে।]

নেপাল। বলি যান কোথায়! দু'শ টাকার কি অইব?

[কার্তিক থেমে যায়]

হরি। যেতে দিন নেপালবাবু—দু'শ টাকা আমার আক্কেল সেলামী।

নেপাল। চলেন বাইর হওনের রাস্তাটা দেখাইয়া দেই···

[ধাক্কাতে ধাক্কাতে বার করে দেয়]

হরি। (বুঝে) কার্তিককে আপনারাই ডাকিয়ে আনিয়েছেন! তার মানে—

শিব। মানে ঠিক ধরছেন। কার্তিকরেও আমরাই ডাকছি। মালের লরীও আমরাই—সরাইছি।

নেপাল। আর বারিওয়ালা মশয়রেও আমরাই ডাইক্যা দিছি।

বাড়িওয়ালা। আমার কিন্তু কোন দোষ নেই মশায়।

হরি। (রেগে) থামুন মশাই। আপনারা এইসব করেছেন! আপনারা করেছেন বলে আবার স্বীকার করছেন বাহাদুরী করে?

শিব। হ্যাঁ করছি। আপনারে যাইতে দিমু না বইল্যা এসব করছি। বুঝলেন?

হরি। না বুঝলাম না।

নেপাল। বুঝবেন কেমনে? খালি নিজের মানটুকু ছাড়া আর কিছু বোঝেন? আপনি কি রকম লোক মশয়!

ঝগড়াই না হয় অইছিল। তাই বইল্যা আপনি কাউরে কিছু না কইয়া চইলাই যাইবেন এক্কেরে।

[হরি কথা বলতে চেষ্টা করে]

শিব। যামু কইলেই যাইতে আমরা দিমু ক্যান? আপনার অহঙ্কার আছে আর আমাগো নাই? আমরা বিপদের দিনে আপনার কাছে হাত পাততে পারি, আর আমাগো কিছু জানাইতেও আপনার মাথা কাটা যায়? সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদের ভাগ দিবার-নিবার লিগাই মানুষ মানুষের লগে থাকে। নাইলে ত' বনবাসে থাকলেই পারত। এইখান থিকা যাওয়া আপনার হইব না।

নেপাল। কিছুতেই না।

হরি। বলে তো দিলেন যাওয়া হবে না। কেন এখান থেকে এমনভাবে যাচ্ছিলাম জানেন? জানেন আমার চাকরি নেই, জানেন, দু'মাস আমার বাড়িভাড়া বাকী?

শিব। সব জানি। বিপদ কি মানুষের হয় না। এক লগে পাশাপাশি এতদিন আছি। একলগে আবার থাইকা দেখুম তারপর যা হয় হইব।

হরি। হবে নয় হয়েছে। এ বাড়িতে থাকলে কাল সকালে আর অপমানের শেষ থাকবে না। সে অপমানের পর বাঁচা মরা সমান।

নেপাল। ও, সেই আগাসাহেবের কথা ভাবতে আছেন? কাইল সকালে হে আর আইব না।

হরি। আসবে না ?

শিব। না।

হরি। আপনারা জানলেন কি করে ?

শিব। যেইখান থিকা জাননের সেইখানেই জানছি। কার্তিক আপনারে টাকা দেয় নাই, নাইলে বুঝলাম কি কইরা ?

হরি। আগাসাহেব আসবে না। তার মানে···তা হলে··· আপনারা—

[যশোদা ও তরলা বেরিয়ে আসে। প্রমীলা পেছনে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।]

যশোদা। এ সব কথা পরে ভাবলেও চলব। অহন মালপত্র আবার আইন্যা তুলতে তো সময় লাগবো, ততক্ষণে ওধারে গিয়া বসবে চলতো। খাড়াইয়া এমন কতক্ষণ থাকবা।

হরি। আপনিও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন দিদি ?

নেপাল। আছে মানে! মালের লরী সরাইয়া দিবার পরামর্শ দিছে কেডা।

হরি। দাঁড়ান দিদি, মনে মনে বড্ড দম্ভ ছিল, কারও কাছে মাথা নোয়াই নি। কিন্তু আজ আপনাকে একটা প্রণাম করব।

যশোদা। না—না—সে কি—

হরি। আহা, আপনি আর কিছুতে নাই মানুন, বয়েস ত সকলের বড়।

[প্রণাম করে।]

যশোদা। কি আশীর্বাদ করুম ভাই। তোমার উঁচা মাথা যেন চিরকাল উঁচাই থাকে—এই আশীর্বাদ করি। অহন চল দেখি। রান্না-বান্না এতক্ষণ হইয়া গেছে।

মনো। রান্না ?

যশোদা। হ্যাঁ রান্না। লুকাইয়া যাওনের তাড়ায় সন্ধ্যা থিকা যে তোমাগোর চুলায় আঁচ পড়ে নাই সে খবর কি আর রাখি না মনে কর ? আস।

[সকলেই যেতে থাকে]

নেপাল। কি চঞ্চল, তুমি আইবা না !

চঞ্চল। নাঃ এখানে একজন তো থাকা দরকার।

নেপাল। কিয়ের লাইগা। বাড়ি তো খালি। পাহারা দিবাটা কি ? আস—আস।

যশোদা। আস—আস তোমরা—

[চঞ্চল এগোতে থাকে। তরলা, মনোরমা, যশোদা ভেতরে যায়। রিনি ও নান্টুকে পাশাপাশি দাঁড়ান দেখা যায়।]

নেপাল। খাইতে তো যামু, আইজ রান্না খাইতে পাইরলে হয়। রানছে কে জাননি ?

প্রমীলা। ভাল হচ্ছে না নেপাল মামা !

নেপাল। আহা, রাগ করস্ ক্যান ? রান্না একবার খাইয়াই দেখুক না ?

প্রমীলা। (চঞ্চলকে) কি খাবেন, চিংড়ি না ইলিশ ?

নেপাল। চিংড়ি ইলিশ দুইই রানছস্ নাকি ? খাইছে।

বাড়িওয়ালা। ইলিশের কথা কি বলছিলেন নেপালবাবু ?

নেপাল। কওনের কিছু নাই, ভিতরে পাতা বিছান আছে —যান

[বাড়িওয়ালার ভিতরে প্রস্থান।]

প্রমীলা। কি খাবেন বললেন না তো ?

চঞ্চল। ইলিশ।

নেপাল। তুমি ইলিশ ? খাইছে ! তা অইলে আমি চিংড়ি—

[সকলে হেসে ওঠে]

[রিনি ও নান্টু বেরিয়ে আসে]

রিনি। নেপালমামা কাল কিন্তু রেডিও আনতে হবে।

নেপাল। ক্যান রে ?

নান্টু। কাল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা না ?

নেপাল। আবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ? খাইছে।

[বাড়ির ভেতরে ও বাইরে সকলেই হেসে ওঠে]

—পর্দা নেমে আসে—